Bangla Quran

with arabic transliteration

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষমতা দান কর

পারা -২৬

এই পেইজে শুধুমাত্র বোঝার জন্য বাংলায় আরবী উচ্চারণ দেয়া হয়েছে।
সবাই চেষ্টা করবেন আরবী অংশ দেখে প্রকৃত আরবী উচ্চারণে পড়ার,

٨ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ

৮। আম্ ইয়াকূলূনাফ্ তারা-হু ; কুল্ ইনিফ্ তারাইতুহূ ফালা- তাম্লিকূনা লী মিনাল্লা-হি শাইআন ;

(৮) অথবা তারা বলে যে, এটি সে নিজেই বানিয়েছে। বলুন, যদি আমি নিজেই তৈরী করে থাকি, তবে তোমরা কোন ক্ষমতাই রাখবে না আল্লাহর শাস্তি হতে, আমাকে

هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

হুওয়া 'আলামু বিমা-তুফীদ্বূনা ফীহি ; কাফা-বিহী শাহীদাম্ বাইনী ওয়া বাইনাকুম ; ওয়া হুয়াল্ গাফূরুর্ রাহীম।

রক্ষা করতে; তোমরা যা চিন্তা-ভাবনা করছ, আল্লাহ তা ভালভাবেই জানেন। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনিই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

٩ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ

৯। কুল্ মা- কুন্তু বিদ্'আম্ মিনার্ রুসুলি ওয়ামা~আদ্রী মা- ইউফ্'আলু বী ওয়ালা-বিকুম ; ইন্ আত্তাবি'উ

(৯) বলুন, আমিতো রাসূলগণের মধ্যে সর্বপ্রথম নই। আমি জানি না, তোমাদের সাথে ও আমার সাথে কি আচরণ করা হবে। আমার প্রতি যা

إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ١٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

ইল্লা- মা- ইউহা~ইলাইয়্যা ওয়ামা~আনা ইল্লা- নাযীরুম্ মুবীন। ১০। কুল্ আরাআইতুম্ ইন্ কা-না মিন্ 'ইন্দিল্লা-হি

ওহী করা হয়, আমি শুধু তারই অনুসরণ করি। আমিতো শুধু একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী। (১০) বলুন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ, যদি এ কুরআন আল্লাহর তরফ

وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ

ওয়া কাফারতুম্ বিহী ওয়া শাহিদা শা-হিদুম্ মিম্ বানী~ইস্রা—ঈলা 'আলা- মিছ্লিহী ফাআ-মানা ওয়াস্ তাক্বারতুম ;

হতে হয়ে থাকে, আর তোমরা তা অস্বীকার কর, এবং বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী, অনুরূপ সাক্ষ্য দেয় এবং এতে ঈমানও আনে আর তোমরা আত্মগর্ব কর,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ١١ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ ১ ৪ ২ রুকূ

ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্দিল্ ক্বাওমায্ জা-লিমীন। ১১। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা কাফারূ লিল্লাযীনা আ-মানূ লাও

তবে তোমাদের পরিণতি কি হবে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম দেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। (১১) এবং কাফিরেরা মুমিনগণ সম্পর্কে বলে যে, যদি এটা ভালই হতো,

كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ

কা-না খাইরাম্ মা- সাবাকূনা~ইলাইহি ; ওয়া ইয্ লাম্ ইয়াহ্তাদূ বিহী ফাসাইয়াকূলূনা হা-যা~ইফ্কুন্

তবে তারা আমাদের পূর্বে তার দিকে (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণে) অগ্রগামী হতে পারত না। যখন তারা এ (কুরআন) দ্বারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়নি, তখন তারা বলে, এ তো

✪ **বিশ্লেষণ (আঃ ৯) ঃ** قل ما كنت بدعا - অর্থাৎ তোমরা আমার কথায় আশ্চর্য হচ্ছ কেন? আমিতো অভিনব কোন কিছু নিয়ে আসিনি। আমার পূর্বে পৃথিবীতে নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা জারী ছিল। আমি সর্বশেষ নবী। আমি নতুন (প্রথম) নবী হিসেবে আসেনি। পূর্ববর্তী রাসূলগণ যে সংবাদ দিয়েছেন, আমিও অনুরূপ সংবাদ দিচ্ছি। সুতরাং তা মেনে নিতে তোমাদের অসুবিধা কোথায়? (তাঃ ওসমানী)

وما ادرى - অর্থাৎ আমি অবগত নই, আমার সাথে আল্লাহ তায়ালা কিরূপ ব্যবহার করবেন। আমার এখানে (পৃথিবীতে) সুখ হবে, না কষ্ট হবে, মক্কা থেকে আমি হিজরত করব, না এখানে অবস্থান করব, আমার মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হবে, না তোমাদের হাতে আমি নিহত হব, এসব কিছুই একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। এবং তোমাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা কিরূপ ব্যবহার করবেন তাও আমি অবগত নই, তোমাদেরকে যমীনে দাবিয়ে দেবেন, না ভূমি কম্প দিয়ে ধ্বংস করে দেবেন, না অন্যভাবে শাস্তি দেবেন, না অবকাশ দেবেন, এসব কিছুই আমি জানি না। আমার কাজ শুধু আল্লাহর ওহীর অনুসরণ করা এবং দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছান এবং সাবধান করা। (তাঃ কাদেরী) ✪ **বিশ্লেষণ (আঃ ১০) ঃ** شاهد من بنى اسرائيل - বনী ইসরাঈলের সাক্ষ্য দ্বারা আবদুল্লাহ ইবন সালামকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে- মক্কায় অবস্থানকালীন কোন বনী ইসরাঈলকে বুঝান হয়েছে। (কুঃ কারীম)

✪ **শানে নুযুল (আঃ ১১) ঃ** وقال الذين كفروا - হযরত বিলাল, আম্মার, সোহায়েব এবং খাব্বাব (রা) প্রমুখ যারা গরীব ও অসহায় ছিলেন অথচ ইসলাম গ্রহণে তারা অগ্রগামী ছিলেন, মক্কার কাফিরেরা তাদেরকে দেখে বলত, যদি এ দ্বীনের মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত থাকত, তবে আমাদের মত সম্মানিত ব্যক্তিরাই সর্বপ্রথম সে দ্বীন (ইসলাম) কবুল করত। তারা (গরীব মুসলমানগণ) আমাদের পূর্বে ঈমান নিতে পারত না। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (কুঃ কাঃ)

قَدِيمٌ ﴿١٢﴾ وَمِن قَبْلِهِ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَٰبٌ مُّصَدِّقٌ

ক্বাদীম। ১২। ওয়া মিন্ ক্বাব্লিহী কিতা-বু মূসা~ইমা-মাওঁ ওয়া রাহ্মাতান ; ওয়া হা-যা- কিতা-বুম্ মুস্বাদ্দিকুল্

প্রাচীনত্ব মিথ্যা। (১২) এর (কুরআনের) পূর্বে মূসার কিতাব ছিল পথ প্রদর্শক ও অনুগ্রহ স্বরূপ এবং এ কিতাব তা সত্যায়িত

لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ

লিসা-নান্ 'আরাবিয়্যাল্ লিইউন্যিরাল্ লাযীনা জালামূ ; ওয়া বুশ্রা- লিল্মুহ্সিনীন। ১৩। ইন্নাল্লাযীনা

করে, যা আরবী ভাষায়, যাতে সতর্ক করে জালিমদেরকে এবং সু-সংবাদ দেয় পুণ্যবানদেরকে। (১৩) যারা বলে, আমাদের

قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٤﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ

ক্বা-লূ রাব্বুনাল্লা-হু ছুম্মাস্ তাক্বা-মূ ফালা- খাওফুন্ 'আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্যানূন। ১৪। উলা—ইকা

প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর এর উপরই দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা বিষন্নও হবে না। (১৪) তারাই

أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ وَوَصَّيْنَا

আস্হা-বুল্ জান্নাতি খা-লিদীনা ফীহা-, জাযা—আম্ বিমা- কা-নূ ই'য়ামালূন। ১৫। ওয়া ওয়াস্বস্বাইনাল্

জান্নাতের অধিবাসী, যেখানে তারা চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করবে। এটা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান। (১৫) আমি মানুষকে তার মাতা পিতার

ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ

ইনসা-না বিওয়া-লিদাইহি ইহ্সা-নান ; হ্বামালাত্হু উম্মুহূ কুর্হাওঁ ওয়া ওয়াদ্বা'আত্হু কুর্হান ; ওয়া হ্বাম্লুহূ ওয়া ফিস্বা-লুহূ

সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করে অতি কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে খুবই কষ্টের সাথে এবং তাঁকে গর্ভে ধারণ করতে ও

ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ

ছালা-ছূনা শাহ্রান ; হাত্তা~ইযা-বালাগা আশুদ্দাহূ ওয়া বালাগা আরবা'ঈনা সানাতান্, ক্বা-লা রাব্বি আও'যিনী~

দুধ ছাড়াতে সময় লেগেছে ত্রিশমাস, যখন সে যৌবন প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে পৌছে, তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক!, আমাকে তাওফীক দান করুন,

أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ

আন্ আশ্কুরা 'নিমাতাকাল্ লাতী~আন্'আম্তা 'আলাইয়্যা ওয়া 'আলা- ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া আন্ 'আমালা স্বা-লিহান তারদ্বা-হু

যাতে আমি আপনার সে নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যা আপনি আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি দান করেছেন এবং আমি যাতে এমন নেক কাজ করতে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৫) ঃ بوالديه احسنا - মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য কুরআন মাজীদে কঠোরভাবে তাগীদ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন দিক দিয়ে পিতার চেয়ে মাতার হক অগ্রগণ্য। কেননা, মাতা নয়মাস পর্যন্ত সন্তানকে গর্ভে ধারণ করার কষ্ট এবং পরে সন্তান প্রসব করার কষ্ট সহ্য করেন। এ কারণে হাদীস শরীফেও মাতাকে, পিতার চেয়ে প্রাধান্য দিয়েছে। এক সাহাবী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্ব প্রথম কে দাবীদার? তিনি (স) জবাব দিলেন, তোমার মাতা। সে সাহাবী (রা) পুনরায় একথা জিজ্ঞেস করেন, তিনি (স) অনুরূপই জবাব দেন। তৃতীয়বারেও তিনি (স) অনুরূপ জবাব দেন। চতুর্থবারে তিনি (স) বলেন, তোমার পিতা। (কুঃ কারীম)

فصال - অর্থ (শিশুকে) মায়ের দুধ ছাড়ানো। কতিপয় সাহাবা (রা)-এর দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, মহিলাদের গর্ভের বাচ্চার সময়কাল কমপক্ষে ছয়মাস। অর্থাৎ ছয়মাসের পরে যদি কোন মহিলার সন্তান জন্ম হয় তবে সে সন্তান বৈধ সন্তান। কেননা, কুরআন শিশুর দুধ ছাড়ানোর সময়কাল দু বছর (২৪ মাস) বর্ণনা করেছে। (সূরা লুকমান ১৪ ঃ সূরা বাকারা ২৩৩ঃ) এ হিসেবে গর্ভের বাচ্চার সময়কাল শুধু ছয়মাস বাকী থাকে। (কুঃ কারীম)

اشد - দ্বারা যৌবনকালকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে, ১৮ (আঠার) বছর সময়কালকে বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম)

بلغ اربعين - শানে নুযূল ঃ অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এ আয়াত হযরত আবু বকরের (রা) শানে বর্ণিত। কেননা, আবু বকর (রা) ৬ মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন, দু' বছর পূর্ণ দুধ পান করেছেন। আঠার বছর বয়সের সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হন এবং রাসূলুল্লাহর সাথে সিরিয়া সফরে যান। তখন রাসূলুল্লাহর (স)-এর বয়স ছিল বিশ বছর। যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বয়স চল্লিশ বছর। তখন আবু বকরের (রা) বয়স ৩৮ বছর। এ সময় তিনি রাসূলের (স) প্রতি ঈমান আনেন। যখন হযরত আবু বকরের বয়স চল্লিশে পৌছে, তখন তিনি উল্লেখিত দোয়া করেন। (তাঃ কাদেরী)

وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦﴾ أُولَٰئِكَ

ওয়া আস্বলিহ্ লী ফী যুর্‌রিয়্যাতী ; ইন্নী তুব্‌তু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল্ মুসলিমীন। ১৬। উলা—ইকাল্

পারি যাতে আপনি খুশী হন আমার সন্তানদের মধ্যে নেক কাজ করার সামর্থ্য দিন। আমি আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আমি অনুগত হলাম। (১৬) আমি

الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ

লাযীনা নাতাক্বাব্বালু 'আন্‌হুম আহ্‌সানা মা- 'আমিলূ ওয়া নাতাজা-ওয়াযু 'আন্ সায়্যিআ-তিহিম্ ফী~আস্বহা-বিল্

এসব লোকদেরই নেক কাজগুলো গ্রহণ করে থাকি এবং তাদের খারাপ (পাপ) কাজগুলো মিটিয়ে দিয়ে থাকি। তারা হবে

الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٧﴾ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ

জান্নাতি ; ও'য়াদাস্ব স্বিদ্‌ক্বিল্ লাযী কা-নূ ইউ'আদূন ১৭। ওয়াল্লাযী ক্বা-লা লিওয়া-লিদাইহি উফ্‌ফিল্

জান্নাতের অধিবাসী, সে সত্য প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, যে প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছিল। (১৭) আর যে তার মাতা-পিতাকে বলে, তোমাদের প্রতি আমি অসন্তুষ্ট

لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ

লাকুমা~আতা'ইদা-নিনী~আন্ উখ্‌রাজা ওয়াক্বাদ্ খালাতিল্ কুরূনু মিন্ ক্বাব্‌লী, ওয়া হুমা- ইয়াস্‌তাগীছা-নিল্লা-হা

তোমরা আমাকে এ কথাই বলতে চাও যে, "আমি পুনরুত্থিত হব এবং আমার পূর্বে বহু দল অতিবাহিত হয়ে গেছে"। তারা উভয়ই আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে

وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

ওয়াইলাকা আ-মিন্ ; ইন্না ওয়া'দাল্লা-হি হাক্বকুন্, ফাইয়াকূলু মা- হা-যা~ইল্লা~আসা-ত্বীরুল্ আওয়্যালীন।

এবং বলে তোমার জন্য আফসোস! তুমি ঈমান আন নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু সে বলে, এগুলো প্রাচীন কালের উপাখ্যান।

﴿١٨﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ

১৮। উলা—ইকাল্ লাযীনা হাক্বক্বা 'আলাইহিমুল্ ক্বাওলু ফী~উমামিন্ ক্বাদ্ খালাত্ মিন্ ক্বাবলিহিম্ মিনাল্ জ্বিন্নি

(১৮) নিশ্চয়ই এদের পূর্বে জীন ও মানুষের মধ্য হতে অনেক সম্প্রদায় চলে গেছে যাদের প্রতিও তাদের ন্যায় আল্লাহর বাণী (শাস্তি) সত্য হয়েছে।

وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٩﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ

ওয়াল্ ইন্‌সি ; ইন্নাহুম কা-নূ খা-সিরীন। ১৯। ওয়া লিকুল্লিন্ দারাজ্বা-তুম্ মিম্মা- 'আমিলূ, ওয়া লিইউওয়াফ্‌ফিয়াহুম

এরাতো (ভীষণ) ক্ষতিগ্রস্ত। (১৯) প্রত্যেকেই তার (নিজকৃত) কর্ম অনুযায়ী পদমর্যাদা (সম্মান) লাভ করবে, যাতে তারা তাদের কর্মের পূর্ণ

أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٠﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۖ أَذْهَبْتُمْ

'আমা-লাহুম ওয়া হুম লা-ইউজ্‌লামূন। ২০। ওয়া ইয়াওমা ই'উরাদ্বুল্ লাযীনা কাফারূ 'আলান্ না-রি ; আয্‌হাব্‌তুম্

প্রতিদান পায় এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (২০) যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের পার্শ্বে উপস্থিত করা হবে, সে দিন তাদের বলা হবে তোমরা

طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ

ত্বাইয়্যিবা-তিকুম্ ফী হায়া-তিকুমুদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়াস্‌তাম্'তাতুম্ বিহা-, ফাল্‌ইয়াওমা তুজ্বযাওনা 'আযা-বাল্

তোমাদের উপভোগীয় উৎকৃষ্ট বস্তু পার্থিব জীবনেই শেষ করে দিয়েছ এবং তার দ্বারা পার্থিব উপকৃত হয়েছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনার

২ ع ২ রুকূ

الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ○ ع

হূনি বিমা- কুন্তুম্ তাস্তাক্বিরূনা ফিল্ আরদ্বি বিগাইরিল্ হাক্বক্বি ওয়া বিমা- কুন্তুম তাফসুকূন।
শাস্তি প্রদান করা হবে, কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করেছিলে এবং তোমরা অপকর্মে লিপ্ত ছিলে।

㉑ واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه

২১। ওয়ায্কুর আখা- 'আ-দিন্ ; ইয্ আন্যারা ক্বাওমাহূ বিল্আহক্বা-ফি ওয়া ক্বাদ্ খালাতিন্ নুযুরু মিম্ বাইনি ইয়াদাইহি
(২১) এবং স্মরণ করুন, আদ সম্প্রদায়ের ভাই হূদের কথা। যখন সে তার সম্প্রদায়কে, "আহকাফ" নামক স্থানে সতর্ক করেছিলেন। অবশ্য

ومن خلفه الا تعبدوا الا الله انى اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ○

ওয়া মিন্ খাল্ফিহী ~আল্লা- 'তাবুদূ~ইল্লাল্লা-হা ; ইন্নী ~আখা-ফু 'আলাইকুম 'আযা-বা ইয়াওমিন্ 'আজীম।
তার পূর্বে এবং তার পরেও সতর্ককারীগণ এসেছিলেন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর ইবাদাত করনা, আমি তোমাদের ব্যাপারে 'মহা দিবসের শাস্তির' ভয় করছি।

㉒ قالوا اجئتنا لتافكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصدقين ○

২২। ক্বা-লূ~আজি'তানা- লিতা'ফিকানা- 'আন্ আ-লিহাতিনা-, ফা'তিনা- বিমা- তা'ইদুনা~ইন্ কুনতা মিনাস্ব স্বা-দিক্বীন।
(২২) তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্য এসেছ যে, আমাদেরকে আমাদের মাবুদের উপাসনা হতে বিরত রাখবে? যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে যে শাস্তির কথা বলছ, তা এনে আমাদের সামনে উপস্থিত কর।

㉓ قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اركم

২৩। ক্বা-লা ইন্নামাল্ 'ইলমু 'ইন্দাল্লা-হি, ওয়া উবাল্লিগুকুম্ মা~উর্সিলতু বিহী ওয়ালা-কিন্নী~আরা-কুম
(২৩) সে বললো, এ সম্পর্কিত জ্ঞান তো শুধু আল্লাহর নিকটেই। আমি যা সহ প্রেরিত হয়েছি, সেটাই তোমাদের কাছে প্রচার করি। কিন্তু আমি তোমাদেরকে এক নির্বোধ

قوما تجهلون ㉔ فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض

ক্বাওমান্ তাজ্হালূন। ২৪। ফালাম্মা- রাআওহু 'আ-রিদ্বাম্ মুস্তাক্ববিলা আওদিয়াতিহিম, ক্বা-লূ হা-যা- 'আ-রিদুম্
সম্প্রদায় হিসেবে দেখছি। (২৪) অতঃপর যখন তারা মেঘমালা দেখতে পেল যে,তা তাদের উপত্যকার দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তারা বলতে লাগল যে, এ মেঘমালা আমাদের

ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم ㉕ تدمر كل

মুম্ত্বিরুনা- ; বাল্ হুওয়া মাস্তা'জ্বাল্তুম্ বিহী; রীহুন্ ফীহা- 'আযা-বুন্ আলীম। ২৫। তুদাম্মিরু কুল্লা
উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। হূদ (আ) বলেন, এ তো সে মেঘ যা তোমরা দ্রুত কামনা করছিলে। এতো কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদানকারী মেঘ। (২৫) যা তার প্রতিপালকের

شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مسكنهم كذلك نجزي القوم

শাইয়িম্ বিআম্রি রাব্বিহা- ফাআস্ববাহূ লা- ইউরা~ইল্লা- মাসা-কিনুহুম ; কাযা-লিকা নাজ্যিল্ ক্বাওমাল্
নির্দেশে সবকিছুকে ধ্বংস করে দিবে। পরিণামে এমন হল,যে, তাদের আবাসগুলো ছাড়া অন্য কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এভাবেই আমি পাপী সম্প্রদায়কে প্রতিফল

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২৩) ঃ قوما تجهلون - কারণ, তোমরা একদিকে কুফরী করছ, অন্যদিকে তোমরা আমার কাছে এমন বিষয় দাবী করছ যা আমার সামর্থের বহির্ভূত। ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২৪) ঃ بل هو ما استعجلتم - হযরত হূদ (আ) তাদেরকে বলেন, এটা শুধু মেঘ নয়, যা তোমরা বুঝতেছ বরং এটা শাস্তি, যা তোমরা দ্রুতকামনা করছিলে। হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, লোকেরা মেঘ দেখে খুশী হয়, যেহেতু মেঘের কারণে বৃষ্টি হবে। কিন্তু আপনার চেহারায় দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার নিদর্শন প্রকাশ পায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আয়েশা (রা) এর কি নিশ্চয়তা আছে যে, এ মেঘে শাস্তি আসবে না? যখন একটি সম্প্রদায় বায়ুর শাস্তিস্থলে ধ্বংস হয়েছে। সে সম্প্রদায়ও মেঘ দেখে বলেছিল যে, আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে।

الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا

মুজ্রিমীন। ২৬। ওয়া লাক্বাদ্ মাক্কান্না-হুম্ ফীমা~ইম্ মাক্কান্না-কুম্ ফীহি ওয়া জা'আল্না- লাহুম সাম্'আওঁ ওয়া আব্ছা-রাওঁ
দিয়ে থাকি। (২৬) (হে কুরাইশ কাফিরেরা) আমি তাদেরকে এমন শক্তি সামর্থ্য দিয়েছিলাম যা তোমাদেরকে দেইনি এবং আমি তাদেরকে (দ্বীনের কথা শোনার জন্য) কর্ণ,

وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ

ওয়া আফ্ইদাতান ; ফামা~আগ্না- 'আন্হুম সাম্'উহুম ; ওয়ালা~আব্স্বা-রুহুম ওয়ালা~আফ্ইদাতুহুম মিন্ শাইয়িন্
চক্ষু এবং অন্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরগুলো তাদের কোনও উপকারে আসেনি। কারণ,

إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٧﴾ وَلَقَدْ ع ৩ রুকু

ইয্ কা-নূ ইয়াজ্হাদূনা, বিআ-য়া-তিল্লা-হি ওয়া হা-ক্বা বিহিম্ মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্যিউন। ২৭। ওয়া লাক্বাদ্
তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল এবং সেগুলো নিয়ে তারা হাসি-তামাশা করত। সেগুলোই তাদেরকে বেষ্টনী করল। (২৭) নিশ্চয়ই আমি

أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ فَلَوْلَا

আহ্লাক্না- মা- হাওলাকুম্ মিনাল্ কুরা- ওয়া স্বার্রাফ্নাল্ আ-য়া-তি লা'আল্লাহুম্ ইয়ার্জিউন। ২৮। ফালাওলা-
তোমাদের চারপাশের জনপদগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। আমি বিভিন্নভাবে আমার আয়াতগুলো পেশ করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে। (২৮) আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের

نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً ۖ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ

নাস্বারাহুমুল্ লাযীনাত্ তাখাযূ মিন্ দূনিল্লা-হি কুরবা-নান্ আ-লিহাতান ; বাল্ দ্বাল্লূ 'আন্হুম, ওয়া যা-লিকা
জন্য আল্লাহর পরিবর্তে, যাদেরকে তারা মাবুদ রূপে গ্রহণ করেছিল, তারা কেন সাহায্য করল না? তাদের মাবুদগুলো তাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদের এ কথাগুলো শুধু

إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ

ইফ্কুহুম ওয়ামা- কা-নূ ইয়াফ্তারূন। ২৯। ওয়া ইয্ স্বারাফ্না~ইলাইকা নাফারাম্ মিনাল্ জ্বিন্নি ইয়াস্তামি'উনাল্
মিথ্যা রটনা এবং মিথ্যা অপবাদ (২৯) যখন আমি আপনার প্রতি মনোনিবেশ করিয়েছিলাম, একদল জ্বীনকে যারা কুরআন পাঠ শোনছিল। যখন তারা রাসূলের কাছে উপস্থিত

الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ○

কুর্আ-না, ফালাম্মা- হাদ্বারূহু ক্বা-লূ~আন্ছিতূ, ফালাম্মা- কুদ্বিয়া ওয়াল্লাও ইলা- ক্বাওমিহিম্ মুন্যিরীন।
হল, তারা পরস্পরে বলতে লাগল, মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ শেষ হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করল সতর্কবাণী বাহক হিসেবে।

﴿٣٠﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

৩০। ক্বা-লূ ইয়া- ক্বাওমানা~ইন্না- সামি'না- কিতা-বান্ উন্যিলা মিম্ বা'দি মূসা- মুস্বাদ্দিক্বাল্ লিমা- বাইনা ইয়াদাইহি
(৩০) তারা বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব পাঠ শুনেছি যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে, যে কিতাব, তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের

○ টীকা (আঃ ২৯) ঃ বর্ণিত আছে, রাসূল (স)-এর নবুওয়াতের পূর্বে জ্বিনেরা আকাশের কিছু কিছু সংবাদ চুরি করে জেনে নিত। রাসূল (স)-এর প্রতি ওহী না[illegible]ল শুরু হলে এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। কোন জ্বিন এই চেষ্টা করলে তাকে উল্কাপিণ্ড দ্বারা ধাওয়া করা হত। এজন্য তারা এর কারণ সন্ধানের জন্য বে[illegible] হয় এবং তারা পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের একদল বতনে নাখলা নামক স্থান দিয়ে পথ অতিক্রম করে। ঘটনাক্রমে সেদিন রাসূল ([illegible]) সেখানে সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে ফজর বা এশার নামায পড়ছিলেন। তারা তখন নামাযরত কুরআন তেলাওয়াত শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায় এবং বুঝতে পারে, এই নতুন বিষয়ের কারণেই আকাশের সংবাদ প্রাপ্তির পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কুরআন তেলাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনে এবং তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে এর সংবাদ দেয়। (শাঃ হিঃ)

يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٠﴾ يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا

ইয়াহ্দী~ইলাল হাক্বক্বি ওয়া ইলা- ত্বারীক্বিম্ মুস্‌তাক্বীম। ৩১। ইয়া- ক্বাওমানা~আজীবূ দা-'ইয়াল্লা-হি ওয়া আ-মিনূ
সত্যায়িতকারী, যা সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শনকরে। (৩১) হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর পথে আহবানকারীর আহবান কবুল কর এবং তার প্রতি ঈমান আন,

بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَّا يُجِبْ

বিহী ইয়াগ্‌ফির্‌লাকুম্ মিন্ যুনূবিকুম্ ওয়া ইউজির্‌কুম্ মিন্ 'আযা-বিন্ আলীম। ৩২। ওয়া মাল্ লা- ইউজিব্
আল্লাহ তোমাদের পাপ গুলো ক্ষমা করে দিবেন এবং কষ্টদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। (৩২) যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহবানকারীর

دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ

দা-'ইয়াল লা-হি ফালাইসা বি'মু'জিযিন্ ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়া লাইসা লাহূ মিন্ দূনিহী~আওলিয়া—উ ; উলা—ইকা
আহবান কবুল করবে না সে পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী হবে না। তারা

فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ৩৩। আওয়ালাম্ ইয়ারাও আন্নাল্লা-হাল্ লাযী খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌দ্বা ওয়ালাম্ ই'য়াইয়া
প্রকাশ্য বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। (৩৩) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয়ের

بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِ َۧ الْمَوْتٰى ؕ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

বিখাল্‌ক্বিহিন্না বিক্বা-দিরিন্ 'আলা~আঁই ইউহ্ইয়াল্ মাওতা- ; বালা~ইন্নাহূ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর।
সৃষ্টিতে তিনি ক্লান্ত হননি। তিনি পূর্ণক্ষমতাবান, মৃতকে জীবিত করতে? (অবশ্যই ক্ষমতাবান)। নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ

৩৪। ওয়া ইয়াওমা ই'উরাদ্বুল্ লাযীনা কাফারূ 'আলান্ না-রি ; আলাইসা হা-যা- বিল্‌হাক্বক্বি ; ক্বা-লূ বালা- ওয়া রাব্বিনা- ;
(৩৪) যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে এবং তাদেরকে বলা হবে এ শাস্তি কি সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের শপথ!

قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ

ক্বা-লা ফাযূক্বুল্ 'আযা-বা বিমা- কুন্‌তুম তাক্‌ফুরূন। ৩৫। ফাস্‌বির্ কামা- স্বাবারা উলুল্ 'আয্‌মি
তখন তাদেরকে বলবেন, শাস্তি উপভোগ কর, কারণ তোমরা ছিলে অস্বীকারকারী (৩৫) সুতরাং আপনি এমন ভাবে ধৈর্য ধারন করুন, যেভাবে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন

مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ؕ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ

মিনার্ রুসুলি ওয়ালা- তাস্'তাজ্বিল্ লাহুম ; কাআন্নাহুম্ ইয়াওমা ইয়ারাওনা মা- ইউ'আদূনা লাম্
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তাদের ব্যাপারে ব্যস্ত হবেন না। যেদিন তারা দেখবে, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন তাদের কাছে মনে হবে যেন,

يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ ع ৪ ৪ রুকু

ইয়াল্‌বাসূ~ইল্লা- সা-'আতাম্ মিন্ নাহা-রিন ; বালা-গুন্, ফাহাল্ ইউহ্‌লাকু ইল্লাল্ ক্বাওমুল্ ফা-সিকূন।
তারা পৃথিবীতে দিবসের এক মুহূর্তের চেয়ে বেশী অবস্থান করেনি। এ বাণী পৌঁছানো (আপনার দায়িত্ব)। সুতরাং পাপাচারী সম্প্রদায় ব্যতীত কাউকেই ধ্বংস করা হবে না।

সূরা মুহাম্মদ মাদানী	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৩৮ রুকূ ঃ ৪

١ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ٢ وَالَّذِينَ آمَنُوا

১। আল্লাযীনা কাফারূ ওয়াস্বাদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি আদ্বাল্লা 'আমা-লাহুম্। ২। ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ
(১) যারা কুফরী করে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে অন্যকে বিরত রাখে, আল্লাহ তাদের আমলগুলো বরবাদ করে দেন। (২) আর যারা ঈমান আনে,

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ

ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ওয়া আ-মানূ বিমা- নুয্‌যিলা 'আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়াহুওয়াল্ হাক্কু মির্ রাব্বিহিম, কাফ্‌ফারা
নেক কাজ করে এবং মুহাম্মদের (স) প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতিও বিশ্বাস রাখে এবং তা তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রেরিত সত্য আল্লাহ তাদের

عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ٣ ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ

'আন্‌হুম সাইয়িআ-তিহিম্ ওয়া আস্বলাহা বা-লাহুম। ৩। যা-লিকা বিআন্নাল্লাযীনা কাফারুত্ তাবা'উল্ বা-ত্বিলা ওয়া আন্নাল্
গুনাহসমূহ তাদের থেকে দূরকরে দিবেন এবং তাদের (আত্মিক) অবস্থা সংশোধন করবেন। (৩) কারণ, কাফিরেরা বাতিলের অনুসরণ করে এবং মুমিনগণ,

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ

লাযীনা আ-মানুত্ তাবা'উল্ হাক্কা মির্ রাব্বিহিম ; কাযা-লিকা ইয়াদ্বরিবুল্লা-হু লিন্না-সি আম্‌ছা-লাহুম।
তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্যদ্বীনের অনুসরণ করে। এভাবে আল্লাহ মানুষদের জন্য তাদের উদাহরণ বর্ণনা করেন।

٤ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا

৪। ফাইযা- লাক্বীতুমুল্ লাযীনা কাফারূ ফাদ্বার্‌বার্ রিক্বা-বি ; হাত্তা~ই যা~আছ্‌খান্‌তুমূহুম ফাশুদ্দুল্
(৪) যখন তোমর কাফিরদের সাথে (যুদ্ধে) মুখোমুখি হবে, তখন তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত কর, অবশেষে যখন তাদের শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করবে তখন

الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ

ওয়া ছা-ক্বা, ফাইম্মা- মান্নাম্ 'বাদু ওয়াইম্মা- ফিদা—আন্ হাত্তা- তাদ্বা'আল্ হারবু আওযা-রাহা-; যা-লিকা ;
তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেলবে, অতঃপর হয় অনুগ্রহপূর্বক ছেড়ে দিবে অথবা বিনিময় ছেড়ে দিবে। তোমরা লড়বে যতক্ষণ না যুদ্ধ (কারী) তার হাতিয়ার রেখে দিবে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ ....وصدوا عن - এখানে কুরায়শ কাফিরদের কথা বলা হয়েছে। কারো মতে, আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে, সব কাফিরদেরকেই বুঝান হয়েছে।

اضل اعمالهم - এ আয়াতের এক অর্থ তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করেছে, আল্লাহ তায়ালা তা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় অর্থ তাদের মধ্যে যেসব সুন্দর চরিত্র বিদ্যমান। যেমন– আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, বন্দীদের মুক্তি দেয়া, অতিথেয়তা, হাজীদের খেদমত। এসব ভালকাজগুলোর কোনই প্রতিদান তারা পরকালে পাবে না। কেননা ঈমান ব্যতীত পরকালে কোন আমলেরই প্রতিদান দেয়া হবে না। (কুঃ কারীম)

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا

ওয়ালাও ইয়াশা—উল্লা-হু লান্‌তাস্বারা মিন্‌হুম ওয়ালা- কিল্ লিইয়াব্‌লুওয়া 'বাদ্বাকুম্ বি'বা-দ্বিন ; ওয়াল্লাযীনা কুতিল্

এটাই বিধান। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করবেন। যারা আল্লাহর

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝٥ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝٦ وَيُدْخِلُهُمُ

ফী সাবীলিল্লা-হি ফালাইঁ ইউদ্বিল্লা 'আমা-লাহুম। ৫। সাইয়াহ্‌দীহিম ওয়া ইউস্বলিহু বা-লাহুম। ৬। ওয়া ইউদ্‌খিলুহুমুল্

রাস্তায় শহীদ হন তাদের আমল কখনই বিনাশ করা হবে না। (৫) আল্লাহ তাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করেদেন। (৬) এবং তাদেরকে এমন

الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝٧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ

জ্বান্নাতা 'আর্‌রাফাহা-লাহুম। ৭। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~ইন্ তান্‌স্বুরুল্লা-হা ইয়ানস্বুর্‌কুম্ ওয়া ইউছাব্বিত্

জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যা তাদেরকে তিনি অবহিত করিয়েছিলেন। (৭) হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং

أَقْدَامَكُمْ ۝٨ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝٩ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا

আক্বদা-মাকুম। ৮। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ ফা'তাসাল্লাহুম্ ওয়া আদ্বাল্লা 'আমা-লাহুম। ৯। যা-লিকা বিআন্নাহুম কারিহূ

তোমাদের পদক্ষেপকে দৃঢ় রাখবেন। (৮) যারা কাফির তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করে দিবেন। (৯) এটা এজন্য যে, তারা

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝١٠ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ

মা~আন্‌যালাল্লা-হু ফাআহ্বাত্বা 'আমা-লাহুম। ১০। আফালাম্ ইয়াসীরূ ফিল্ আর্‌দ্বি ফাইয়ান্‌জুরূ কাইফা

আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয়সমূহ অপছন্দ করেছে। সুতরাং তাদের কর্মসমূহ ধ্বংস করে দিবেন। (১০) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ۝١١ ذَٰلِكَ

কা-না 'আ-ক্বিবাতুললাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম ; দাম্মারাল্লা-হু 'আলাইহিম, ওয়া লিল্‌কা-ফিরীনা আম্‌ছা-লুহা-। ১১। যা-লিকা

পরিণাম কেমন হয়েছিল? আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেছেন এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে তাদের অনুরূপ শাস্তি। (১১) এর কারণ

১ ع ১১ ৫ রুকূ

بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ۝١٢ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ

বিআন্নাল্লা-হা মাওলাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া আন্নাল্ কা-ফিরীনা লা- মাওলা- লাহুম। ১২। ইন্নাল্লা-হা ইউদ্‌খিলুল্

এই যে, আল্লাহ মুমিনগণের বন্ধু এবং কাফিরদের জন্য কোন বন্ধু (সাহায্যকারী) নেই। (১২) নিশ্চয়ই (আল্লাহ) যারা

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ

লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি জ্বান্না-তিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্বতিহাল্ আন্‌হা-রু ; ওয়াল্লাযীনা

ঈমান আনে ও নেক কাজ করে তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। আর যারা

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৯) ঃ اعمالهم - আমল দ্বারা তাদের সে কর্মগুলোকে বুঝানো হয়েছে, যা বাহ্যিকভাবে ভালকাজ। যেমন– মসজিদে হারাম নির্মাণ, কাবাঘর তাওয়াফ, আতিথেয়তা, মজলুমদের সাহায্য এবং ইয়াতীমদের প্রতি দয়া। কিন্তু ঈমান না থাকার কারণে, পরকালে তারা এ ভাল কাজের কোনই প্রতিদান পাবে না। (কুঃ কারীম) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১১) ঃ بان الله مولى - অর্থাৎ আল্লাহ মুমিন ও নেক্কারগণের বন্ধু (সাহায্যকারী)। যিনি তাদেরকে সর্বদা সাহায্য করেন। কাফিরদের এমন বন্ধু (সাহায্যকারী) কে আছে, যে আল্লাহর মোকাবিলায় সাহায্য করতে পারে? অহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান ডাক দিয়ে বলছিল, আমাদের (সাহায্যকারী হিসেবে) উজ্জা রয়েছে, তোমাদের জন্য (সাহায্যকারী হিসেবে) উজ্জা নেই। রাসূলুল্লাহ (স) জোর আওয়াজে বলেছিলেন, "الله مولانا ولا مولى لكم" অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের বন্ধু (সাহায্যকারী), তোমাদের কোন বন্ধু (সাহায্যকারী) নেই। (তাঃ ওসমানী)

كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٣﴾ وَكَأَيِّن

কাফারূ ইয়াতামাত্তা'উনা ওয়া ই'য়াকুলূনা কামা- তা'কুলুল্ আন্'আ-মু ওয়ান্নারু মাছ্ওয়াল্ লাহুম । ১৩ । ওয়া কাআয়্যিম্

কাফির, তারা পার্থিব বস্তু উপভোগ করে এবং জন্তুজানোয়ারের মত খায়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম (১৩) বহু জনপদ ছিল,

مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ

মিন্ ক্বারয়াতিন্ হিয়া আশাদ্দু ক্বুওয়্যাতাম্ মিন্ ক্বারয়াতিকাল্ লাতী~আখ্রাজ্বাত্কা, আহ্লাক্না-হুম ফালা- না-স্বিরা

আপনাকে যে জনপদ হতে বিতাড়িত করেছে সে জনপদ হতে খুবই শক্তিশালী আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। যাদের সাহায্যকারী কেউ

لَهُمْ ﴿١٤﴾ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا

লাহুম । ১৪ । আফামান্ কা-না 'আলা- বাইয়্যিনাতিম্ মির্ রাব্বিহী কামান্ যুইয়্যিনা লাহূ সূ—উ 'আমালিহী ওয়াত্তাবা'উ~

ছিল না (১৪) যে ব্যক্তি তার রবের প্রেরিত সুস্পষ্ট দলীল (কুরআন)-এর উপর কায়েম রয়েছে, সে কি তার বরাবর হতে পারে, যার কাছে তার মন্দ কাজগুলো অতি শোভনীয়

أَهْوَاءَهُم ﴿١٥﴾ مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۚ

আহ্ওয়া—আহুম । ১৫ । মাছালুল্ জ্বান্নাতিল লাতী উ'ইদাল্ মুত্তাকূনা ; ফীহা~আন্হা-রুম্ মিম্ মা—ইন্ গাইরি আ-সিনিন্,

মনে হয় এবং যারা নিজ ইচ্ছার অনুসরণ করে? (১৫) সে জান্নাতের দৃষ্টান্ত, যার প্রতিশ্রুতি পরহেজগার-গণকে, দেয়া হয়েছে, এই যে তাতে রয়েছে পানির নহরসমূহ

وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ۚ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ۚ وَأَنْهَارٌ

ওয়া আন্হা-রুম্ মিল্ লাবানিল্ লাম্ ইয়াতাগাইয়্যার 'ত্বামুহূ, ওয়া আন্হা-রুম্ মিন্ খাম্‌রিল্ লায্যাতিল্ লিশ্ শা-রিবীনা, ওয়া আন্হা-রুম্

যার স্বচ্ছতা অপরিবর্তনীয়, রয়েছে দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, রয়েছে শরাবের নহর যা পানকারীদের জন্য খুবই মজাদার। আর রয়েছে পরিষ্কৃত মধুর

مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ

মিন্ 'আসালিম্ মুস্বাফ্ফান ; ওয়া লাহুম ফীহা- মিন্ কুল্লিছ্ ছামারা-তি ওয়া মাগ্ফিরাতুম্ মির্ রাব্বিহিম্; কামান্ হুওয়া

নহর এবং সেখানে তাদের জন্য রয়েছে বিবিধ ফলমূল এবং তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে ক্ষমা। এ (জান্নাতের অধিকারী) পরহেজগারগণ কি তাদের বরাবর,

خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٦﴾ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ

খা-লিদুন্ ফিন্না-রি ওয়া সুকূ মা—আন্ হ্বামীমান্ ফাক্বাত্ত্বা'আ আম্'আ—আহুম । ১৬ । ওয়া মিন্হুম্ মাঁই ইয়াস্তামি'উ

যারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে থাকবে এবং যাদেরকে পান করানো হবে, ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি টুকরো টুকরো করে দিবে (১৬) তাদের মধ্যে কতিপয়

إِلَيْكَ ۚ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ

ইলাইকা, হ্বাত্তা~ইযা- খারাজূ মিন্ 'ইন্দিকা ক্বা-লূ লিল্লাযীনা উতুল্ 'ইল্মা মা-যা- ক্বা-লা

আপনার কথা শোনে। অতঃপর যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যায়, তখন তারা জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে বলে, এখন সে কি বললেন?

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৫) ঃ غير اسن - (অপরিবর্তনীয়) পৃথিবীর পানির কখনও পরিবর্তন হয় এবং তার স্বাদ ও গন্ধেরও পরিবর্তন আসে। যা পানে শরীরে ব্যাধির সৃষ্টি করে। কিন্তু জান্নাতের পানির কোনই পরিবর্তন আসবে না। সে পানি হবে শীতল, ক্লান্তিরোধক ও সতেজ এবং স্বাস্থ্যসম্মত। لبن - অর্থাৎ দুধ পৃথিবীর দুধের মত নয় যে, গাভীর স্তন হতে বের হবে। বরং দুধের নহর হবে। যা নষ্ট হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। خمر - জান্নাতী শরাব, খুবই মজাদার হবে। তাতে কোন নেশা হবে না এবং দুর্বলতাও আসবে না। জান্নাতী মধু হবে খুব নির্মল ও পরিচ্ছন্ন। সে মধু পৃথিবীর মধু মক্ষিকার সংগ্রহকৃত মধুর মত নয় বরং তা হবে জান্নাতী মধু। (তাঃ ওসমানী)

أنفا تف أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ﴿١٧﴾ والذين

আ-নিফান্, উলা—ইকাল্ লাযীনা ত্বাবা'আল্লা-হু 'আলা- ক্বুলূবিহিম্ ওয়াত্তাবা'উ~ আহ্ওয়া—আহুম। ১৭। ওয়াল্লাযিনাহ্
তাদের অন্তরের ওপর আল্লাহ মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। আর তারা তাদের নিজ ইচ্ছার অনুসরণ করে। (১৭) আর যারা সৎপথ গ্রহণ করেছে আল্লাহ তাদের হেদায়েত

اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ﴿١٨﴾ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم

তাদাও যা-দাহুম্ হুদাওঁ ওয়া আ-তা-হুম্ তাক্বওয়া-হুম্। ১৮। ফাহাল্ ইয়ানজুরূনা ইল্লাস্ সা-'আতা আন্ তা'তিয়াহুম্
বৃদ্ধি করে দেন এবং যাতে তাদের পরহেজগারী বৃদ্ধি পায় ও স্থায়ী হয়। (১৮) তারা কি এ অপেক্ষায় রয়েছে যে, কিয়ামত তাদের ওপর হঠাৎ এসে

بغتة ج فقد جاء أشراطها ج فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ﴿١٩﴾ فاعلم أنه

বাগ্তাতান্, ফাক্বাদ্ জ্বা—আ আশ্রা-তুহা-, ফাআন্না- লাহুম্ ইযা- জ্বা—আতহুম্ যিক্রা-হুম্। ১৯। 'ফালাম আন্নাহূ
পড়ুক? কিয়ামতের নিদর্শনগুলোতো এসেই গেছে সুতরাং সে মুহূর্তে তাদের উপদেশ গ্রহণ করার সময় কিভাবে হবে। (১৯) (হে নবী!) জেনে রাখুন যে,

لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ط والله يعلم

লা~ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াস্তাগ্ফির্ লিযামবিকা ওয়া লিল্মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনা-তি ; ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু
"আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই"। আপনি আপনার গুনাহ (ত্রুটি-বিচ্যুতি) এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং মুমিন পুরুষ, নারীদের ব্যাপারেও। আল্লাহ তোমাদের

২ ع ৬ রুকূ

متقلبكم ومثواكم ﴿٢٠﴾ ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة ج فإذا أنزلت

মুতাক্বাল্লাবাকুম্ ওয়া মাছ্ওয়া-কুম। ২০। ওয়া ইয়াক্বূলুল্ লাযীনা আ-মানূ লাওলা- নুয্যিলাত্ সূরাতুন্, ফাইযা~উন্যিলাত্
গতিবিধি এবং অবস্থান স্থল সম্পর্কে খুব জানেন। (২০) মুমিনগণ বলে, (কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে) কেন একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না? যখন কোন

سورة محكمة وذكر فيها القتال لا رأيت الذين في قلوبهم مرض

সূরাতুম্ মুহ্কামাতুওঁ ওয়া যুকিরা ফীহাল্ ক্বিতা-লু, রাআইতাল্ লাযীনা ফী ক্বুলূবিহিম্ মারাদ্বুই
স্পষ্ট সূরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যুদ্ধ বিষয়ক বর্ণনা থাকে, তখন আপনি তাদেরকে দেখবেন, যাদের অন্তরে নেফাকীর ব্যাধি আছে, তারা আপনার দিকে

ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ط فأولى لهم ﴿٢١﴾ طاعة وقول

ইয়ানজুরূনা ইলাইকা নাজারাল্ মাগ্শিয়্যি 'আলাইহি মিনাল্ মাওতি; ফাআওলা-লাহুম। ২১। ত্বা-'আতুওঁ ওয়া ক্বাওলুম্
মৃত্যুর ভয়ে অচেতন মানুষের ন্যায় তাকাচ্ছে। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য অধিকতর উত্তম ছিল, (২১) তাদের মেনে চলা এবং সুন্দর কথা জানা আছে।

معروف تف فإذا عزم الأمر تف فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ﴿٢٢﴾ فهل عسيتم

মা'রূফুন্, ফাইযা- 'আযামাল্ আম্রু, ফালাও স্বাদাকুল্লা-হা লাকা-না খাইরাল্লাহুম। ২২। ফাহাল্ 'আসাইতুম্
যখন কোন যুদ্ধ বিষয় সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, যদি তারা আনুগত্যতার ও প্রতিশ্রুতিরক্ষায় আল্লাহর কাছে সত্যবাদী হত, তবে তাদের জন্য এটা কল্যাণকর হত। (২২) তোমরা যদি

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৯) ঃ استغفر لذنبك - এ আয়াতে রাসূলুল্লাহকে (স) আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নিজের জন্যও এবং মুমিনগণের জন্যও। ক্ষমা প্রার্থনার খুবই গুরুত্ব তাগিদ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "হে মানবগণ! তোমরা আল্লাহর দরবারে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমিও আল্লাহর দরবারে দৈনিক সত্তরবারের অধিক তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। (কুঃ কারীম)

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২১) ঃ قول معروف - অর্থাৎ জিহাদের নির্দেশে হতাশ (ভীত) না হয়ে, তাদের জন্য ভাল ছিল যে, তারা আনুগত্যতা প্রকাশ করত এবং রাসূলুল্লাহর (স) সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা না বলে ভাল কথা বলত। (কুঃ কারীম)

إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٣﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

ইন্ তাওয়াল্লাইতুম্ আন্ তুফ্সিদূ ফিল্ আরদ্বি ওয়া তুক্বাত্ত্বিউ~আরহা-মাকুম। ২৩। উলা—ইকাল্ লাযীনা

ক্ষমতা লাভ কর, তবে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিবাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। (২৩) এসব লোকদের প্রতি

لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٤﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ

লা'আনাহুমুল্লা-হু ফাআস্বাম্মাহুম ওয়া 'আমা~আব্স্বা-রাহুম। ২৪। আফালা- ইয়াতাদাব্বারূনাল্ ক্বুরআ-না আম্ 'আলা-

আল্লাহ অভিশাপ করেন এবং তাদের বধির করেন ও তাদের দৃষ্টি শক্তি নিয়ে যান। (২৪) তারা কি কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? না তাদের অন্তরে

قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ

ক্বুলূবিন্ আক্বফা-লুহা-। ২৫। ইন্নাল্ লাযীনার্ তাদ্দূ 'আলা~আদ্বা-রিহিম্ মিম্ 'বাদি মা- তাবাইয়্যানা লাহুমুল

তালা পড়ে গেছে? (২৫) যারা তাদের কাছে সত্য পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ হওয়ার পরেও, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ ফিরে গিয়েছে নিশ্চয়ই শয়তান তাদের সামনে

الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٦﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ

হুদাশ্, শাইত্বা-নু সাওয়্যালা লাহুম ; ওয়া আম্লা- লাহুম। ২৬। যা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বা-লূ লিল্লাযীনা

তাদের (অসৎ) কাজগুলো সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছে। (২৬) এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন

كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۝

কারিহূ মা- নায্যালাল্লা-হু সানুত্বী'উকুম্ ফী 'বাদ্বিল্ আম্রি, ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু ইস্রা-রাহুম।

তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে বলে যে, আমরা কতিপয় ব্যাপারে তোমাদের কথা শোনব। আল্লাহ তাদের গোপন পরামর্শ খুব জানেন।

﴿٢٧﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٨﴾ ذَٰلِكَ

২৭। ফাকাইফা ইযা- তাওয়াফ্ফাত্হুমুল্ মালা—ইকাতু ইয়াদ্বরিবূনা উজূহাহুম্ ওয়া আদ্বা-রাহুম। ২৮। যা-লিকা

(২৭) তাদের কেমন (দুর্গতি) হবে, যখন ফিরিশতাগণ তাদের মুখমন্ডল এবং পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে তাদের প্রাণ নিয়ে যাবেন? (২৮) কারণ, তারা

بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٩﴾ أَمْ حَسِبَ ৩ ع ৭ রুকূ

বিআন্নাহুমুত্ তাবা'উ মা~আস্খাত্বাল্লা-হা ওয়া কারিহূ রিদ্বওয়া-নাহূ ফাআহ্বাত্বা 'আমা-লাহুম। ২৯। আম্ হাসিবাল

সে বিষয় অনুসরণ করে, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, তারা তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। তিনি তাদের সব কর্মগুলো ব্যর্থ করে দেন। (২৯) যাদের অন্তরে

الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٣٠﴾ وَلَوْ نَشَاءُ

লাযীনা ফী ক্বুলূবিহিম্ মারাদ্বুন্ আল্ লাঁই ইউখ্রিজাল্লা-হু আদ্বগা-নাহুম। ৩০। ওয়া লাও নাশা—উ

ব্যাধি রয়েছে, তারা কি এ ধারনা করে যে, আল্লাহ তাদের বিদ্বেষকে প্রকাশ করবেন না? (৩০) আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে আমি অবশ্যই, আপনাকে

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২৫) ঃ واملى لهم - অর্থাৎ শয়তান তাদেরকে দীর্ঘ আশা দিয়ে এভাবে প্রতারিত করে যে, যুদ্ধে যেয়ো না। তোমরা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে। মৃত্যুকে নিজ ইচ্ছায় ডেকে এনে লাভ কি? (তাঃ ওসমানী) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২৬) ঃ سنطيعكم فى بعض - মুনাফিকেরা, ইয়াহুদসহ অন্যান্যদেরকে বলে, যদিও আমরা প্রকাশ্যভাবে মুসলমান হয়েছি। কিন্তু মুসলমানদের সাথে মিলে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না; বরং সুযোগমত তোমাদেরই সাহায্য করব। আর এ ধরনের কাজে তোমাদেরই কথা শুনব। (তাঃ ওসমানী) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩০) ঃ ولو نشاء - আল্লাহ প্রত্যেক মুনাফিকের মুখমন্ডলে এমন নিশানা করে দিতেন, যাতে তাদেরকে প্রকাশ্যভাবেই বুঝা যেত। কিন্তু আল্লাহ সাধারণভাবে মুনাফিকদের ক্ষেত্রে এটা করেননি। কেননা আল্লাহ তায়ালার এক নাম 'সাত্তার' (বান্দার দোষ গোপনকারী) এ পবিত্র নামের বৈশিষ্ট্যের কারণেই এটা করা হয়নি।

لَأَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۗ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ

লাআরাইনা-কাহুম ফালা'আরাফ্তাহুম্ বিসীমা-হুম ; ওয়া লাতা'রিফান্নাহুম্ ফী লাহ্নিল্ ক্বাওলি ; ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু

তাদের পরিচয় জানিয়ে দিতাম। সুতরাং আপনি তাদের নিদর্শন দেখে তাদের চিনতে পারতেন এবং আপনি তাদেরকে তাদের কথার ধরনে চিনতে পারতেন; আল্লাহ তোমাদের

أَعْمَالَكُمْ ﴿٣١﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا

'আমা-লাকুম। ৩১। ওয়া লানাব্লুওয়ান্নাকুম্ হাত্তা- 'নালামাল্ মুজা-হিদীনা মিন্কুম্ ওয়াস্স্বা-বিরীনা, ওয়া নাব্লুওয়া

কর্মসমূহ খুব জানেন। (৩১) আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব। যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্য হতে জেহাদকারী এবং ধৈর্য ধারণকারীদেরকে জানতে পারি এবং আমি

أَخْبَارَكُمْ ﴿٣٢﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَاقُّوا الرَّسُوْلَ

আখ্বা-রাকুম। ৩২। ইন্নাল্ লাযীনা কাফারূ ওয়া স্বাদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ওয়া শা—ক্বুর রাসূলা

তোমাদের অবস্থাটাও পরখ করতে পারি। (৩২) যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর রাস্তা হতে লোকদেরকে বিরত রাখে এবং রাসূলের বিরোধিতা করে

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ

মিম্ 'বাদি মা- তাবাইয়্যানা লাহুমুল্ হুদা- লাই ইয়াদ্বুর্ রুল্লা-হা শাইআন ; ওয়া সাইউহ্বিতু 'আমা-লাহুম।

তাদের কাছে সত্য পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ হওয়ার পরেও, তারা আল্লাহর কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না। তিনি তাদের কর্মগুলো নিষ্ফল করে দিবেন।

﴿٣٣﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا أَعْمَالَكُمْ

৩৩। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~আত্বী'উল্লা-হা ওয়া আত্বী'উর্ রাসূলা ওয়ালা- তুব্ত্বিলূ~'আমা-লাকুম।

(৩৩) হে মুমিনগণ! আল্লাহর নির্দেশ মেনে চল, এবং রাসুলের অনুসরণ কর এবং তোমাদের আমলগুলো নষ্ট কর না।

﴿٣٤﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ

৩৪। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ~ওয়া স্বাদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ছুম্মা মা-তূ ওয়াহুম্ কুফ্ফা-রুন্ ফালাই ইয়াগ্ফিরাল্লা-হু

(৩৪) যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখে, অতঃপর মারাও যায় কাফির অবস্থায়, আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা

لَهُمْ ﴿٣٥﴾ فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا إِلَى السَّلْمِ ۖ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ۖ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ

লাহুম। ৩৫। ফালা- তাহিনূ ওয়া তাদ্'উ~ইলাস্ সাল্মি, ওয়া আন্তুমুল্ 'আলাওনা, ওয়াল্লা-হু মা'আকুম

করবেন না। (৩৫) (হে মুমিনগণ!) তোমরা মনোবল হারিয়ো না এবং সন্ধির জন্য তাদেরকে ডেক না, তোমরাই হবে বিজয়ী এবং আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন, তিনি

وَلَنْ يَّتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۗ وَإِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا

ওয়ালাই ইয়াতিরাকুম্ 'আমা-লাকুম। ৩৬। ইন্নামাল্ হায়া-তুদ্ দুন্ইয়া- লা'ইবুঁও ওয়া লাহ্উন ; ওয়া ইন্ তু'মিনূ ওয়া তাত্তাকূ

কখনও তোমাদের আমলসমূহ কমতি করবেন না। (৩৬) পার্থিব জীবন শুধুমাত্র খেল-তামাশার জীবন। যদি তোমরা ঈমান আন এবং সংযম পরায়ন হও, তবে আল্লাহ তোমদেরকে

يُؤْتِكُمْ أُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٧﴾ إِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا

ইউ'তিকুম্ উজূরাকুম্ ওয়ালা- ইয়াস্আল্কুম্ আম্ওয়া-লাকুম। ৩৭। ই ইয়াস্আল্কুমূহা- ফাইউহ্ফিকুম্ তাবখালূ

তোমাদের পুরস্কার প্রদান করবেন এবং তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না। (৩৭) যদি তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের সম্পদ চান এবং তা যদি চান খুব জোর ভাবে, তবে তোমরা (তা প্রদানে) কৃপণতা করবে

وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٨﴾ هٰٓأَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ

ওয়া ইউখ্রিজ্ব আদ্বগা-নাকুম। ৩৮। হা~আন্তুম হা~উলা—ই তুদ্'আওনা লিতুন্ফিকূ ফী সাবীলিল্লা-হি, ফামিন্কুম্

এবং তখন তিনি তোমাদের বিদ্বেষ মনোভাব প্রকাশ করে দিবেন। (৩৮) খবরদার! তোমরাতো সে লোক, যাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য বলা হয়েছে,

مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۗ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ

মাই ইয়াব্খালু, ওয়া মাই ইয়াব্খাল ফাইন্নামা- ইয়াব্খালু 'আন্ নাফ্সিহী ; ওয়াল্লা-হুল্ গানিইয়্যু ওয়া আন্তুমুল

অথচ তোমাদের মধ্যে কতিপয় কৃপণতা করে এবং যারা কৃপণতা করে তারা তা করে তাদের নিজের সাথেই। আল্লাহ তোমাদের দানের অমুখাপেক্ষী।

الْفُقَرَآءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا أَمْثَالَكُمْ ع ৪ ৮

ফুক্বারা—উ, ওয়া ইন্ তাতাওয়াল্লাও ইয়াস্তাব্দিল্ ক্বাওমান্ গাইরাকুম্ ছুম্মা লা- ইয়াকূনূ~আম্ছা-লাকুম। রুকূ

তোমরা (তাঁর অনুগ্রহের) মুখাপেক্ষী যদি তোমরা ফিরে যাও, তবে তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে, স্থলাভিষিক্ত করবেন যারা তোমাদের অনুরূপ হবে না।

সূরা ফাতহ্
মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২৯
রুকু ঃ ৪

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ① لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

১। ইন্না- ফাতাহ্না- লাকা ফাত্হাম্ মুবীনা-। ২। লিয়াগ্ফিরা লাকাল্লা-হু মা- তাক্বাদ্দামা মিন্ যাম্বিকা ওয়ামা- তাআখ্খারা
(১) (হে নবী!) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সুস্পষ্ট প্রকাশ্য বিজয় দিয়েছি। (২) যাতে আল্লাহ আপনার অতীতের ত্রুটিসমূহ পরবর্তী ত্রুটিসমূহ মাফ করে

وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ② وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا

ওয়া ইউতিম্মা 'নিমাতাহু 'আলাইকা ওয়া ইয়াহ্দিয়াকা স্বিরা-ত্বাম্ মুস্তাক্বীমা-। ৩। ওয়া ইয়ান্স্বুরাকাল্লা-হু নাস্বরান্
দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করে দেন এবং আপনাকে সত্য পথে পরিচালিত করেন। (৩) এবং আল্লাহ আপনাকে এক শক্তিশালী

عَزِيزًا ③ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا

'আযীযা-। ৪। হুওয়াল্লাযী~আন্যালাস্ সাকীনাতা ফী কুলূবিল্ মু'মিনীনা লিইয়ায্দা-দূ~ঈমা-নাম্
সাহায্য দান করেন। (৪) তিনিই মুমিনগণের অন্তরে স্থিতিশীলতা (শান্তি) প্রদান করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বৃদ্ধি

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ انا فتحنا لك فتحا مبينا - ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (স) এবং প্রায় ১৪০০ সাহাবা (রা) ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা দেন। কিন্তু মক্কার নিকটবর্তী হোদায়বিয়া নামক স্থানে কাফেরেরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বাধার সৃষ্টি করে এবং ওমরাহ পালন করা থেকে বঞ্চিত রাখে। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত ওসমান (রা)-কে কাফির নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করার জন্য প্রতিনিধি হিসেবে মক্কায় প্রেরণ করেন। যাতে মুসলমানগণ ওমরাহ পালন করতে পারেন, সে ব্যাপারে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে অনুমতি নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু হযরত ওসমান (রা) মক্কা গমনের পরে তাঁর শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত ওসমানের (রা) শাহদাতের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সাহাবাগণ (রা) থেকে বায়াত (প্রতিজ্ঞা) নিলেন। যা 'বাইয়াতে রিদওয়ান' নামে পরিচিত। অবশেষে এ খবর মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল। তথাপি কাফেররা মুসলমানগণকে ওমরাহ পালনের অনুমতি দেয়নি। মুসলমানগণ, আগামী বছরের প্রতিশ্রুতিতে, প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে তারা মাথা মুন্ডন করেন এবং কুরবানীও করেন। পরিশেষে কাফিরদের সাথে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। যদিও অধিকাংশ সাহাবার (রা) কাছে এ চুক্তি অপছন্দনীয় ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) ভবিষ্যতের চিন্তা করে এ সন্ধিকে মুসলমানের জন্য কল্যাণকর মনে করেন। হোদায়বিয়া থেকে মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তনের পথে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। যাতে হোদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফতহে মুবীন' (সুস্পষ্ট বিজয়) বলে বর্ণিত হয়েছে। এর দুবছর পরেই মুসলমানগণ মক্কায় বিজয়ের বেশে প্রবেশ করেন। কতিপয় সাহাবা (রা) বলেন, এ বিজয়কে 'মক্কা বিজয় না বলে' হোদায়বিয়ার সন্ধি বিজয় বলা যায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আজ রাতে আমার কাছে এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার কাছে পৃথিবী ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সব কিছুর চেয়ে প্রিয়। (কুঃ কারীম)

مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ○

মা'আ ঈমা-নিহিম ; ওয়া লিল্লা-হি জুনূদুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলীমান্ হাকীমা-।

হয় এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমগ্র সৈন্যবাহিনী আল্লাহরই (নিয়ন্ত্রণে), আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞ।

⑤ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

৫। লিইউদ্‌খিলাল্ মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনা-তি জান্না-তিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু

(৫) এটা এ কারণে যে, তিনি মুমিন পুরুষ ও নারীগণকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত,

خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ○

খা-লিদীনা ফীহা- ওয়া ইউকাফ্‌ফিরা 'আন্‌হুম্ সায়্যিআ-তিহিম ; ওয়া কা-না যা-লিকা 'ইন্‌দাল লা-হি ফাওযান 'আজীমা-।

সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে এবং তিনি তাদের থেকে তাদের পাপসমূহ মিটিয়ে দিবেন, আর এটাই আল্লাহর নিকট মহাসফলতা।

⑥ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ

৬। ওয়া ইউ'আয্‌যিবাল্ মুনা-ফিক্বীনা ওয়াল মুনা-ফিক্বা-তি, ওয়াল মুশরিকীনা ওয়াল মুশরিকা-তিজ্ জা—ন্নীনা

(৬) আর তিনি সে সব মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও নারীদেরকে শাস্তি দিবেন, যারা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা রাখে।

بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ

বিল্লা-হি জান্নাস্ সাওই ; 'আলাইহিম্ দা—ইরাতুস্ সাওই, ওয়া গাদ্বিবাল্লা-হু 'আলাইহিম্ ওয়া লা'আনাহুম

খারাপ আবর্তন তাদের উপরই, আল্লাহ তাদের ওপর ক্রোধান্বিত (অসন্তুষ্ট) হয়েছেন এবং তাদের ওপর অভিশাপ করেছেন

وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ⑦ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

ওয়া আ'আদ্দা লাহুম জাহান্নামা ; ওয়া সা—আত্ মাস্বীরা-। ৭। ওয়া লিল্লা-হি জুনূদুস্ সা-মা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ;

এবং তাদের জন্য তৈরি করেছেন জাহান্নাম। আর সেটি খুব নিকৃষ্ট ঠিকানা। (৭) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৈন্য বাহিনী আল্লাহরই (কর্তৃত্বে)

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ⑧ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ⑨ لِتُؤْمِنُوا

ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আযীযান্ হাকীমা-। ৮। ইন্না~আরসাল্‌না-কা শা-হিদাও ওয়া মুবাশ্‌শিরাও ওয়া নাযীরা-। ৯। লিতু'মিনূ

এবং আল্লাহ মহাপ্রভাবশালী, মহাবিজ্ঞ। (৮) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী হিসেবে এবং সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে। (৯) যাতে তোমরা

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ⑩ إِنَّ الَّذِينَ

বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ওয়া তু'আয্‌যিরূহু ওয়া তুওয়াক্‌ক্বিরূহু ; ওয়া তুসাব্‌বিহূহু বুক্‌রাতাও ওয়া আস্বীলা-। ১০। ইন্নাল্ লাযীনা

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আন এবং তাঁর সাহায্য কর ও তাঁর সম্মান কর, এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহরই তাসবীহ বর্ণনা কর। (১০) যারা

○ শানে নুযূল (আঃ ৫) ঃ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ - হাদীস শরীফে বর্ণিত, যখন সূরায়ে ফাতেহার প্রথমাংশ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ অবতীর্ণ হয়, তখন মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহর (স) কাছে আরয করেন, হে রাসূল! আপনার জন্য মুবারক বাদ (সু-সংবাদ)। আমাদের জন্য কি (সংবাদ) রয়েছে? এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ অবতীর্ণ করেন। (কুঃ কারীম)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০) ঃ يُبَايِعُونَكَ - অর্থাৎ সে ব'য়াত (অংগীকার), যা রাসূলুল্লাহ (স) হযরত ওসমানের (রা) শাহাদাতের খবর শুনে, তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হোদায়বিয়ায় উপস্থিত ১৪০০/১৫০০ সাহাবাগণ (আ) থেকে বা'য়াত নিয়েছিলেন। (কুঃ কারীম)

يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا

ইউবা-ই'উনাকা ইন্নামা- ইউবা-ই'উনাল্লা-হা ; ইয়াদুল্লা-হি ফাওক্বা আইদীহিম্‌ ফামান্‌ নাকাছা ফাইন্নামা-
আপনার হাতে বা'য়াত করে, তারা আল্লাহর কাছে বায়াত করে আল্লাহর (কুদরতী) হাত, তাদের হাতের ওপরে। সুতরাং যে তা ভংগ করে (অংগীকার) ভংগ

يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ ১ ৫৩ ৭ রুকূ

ইয়ানকুছু 'আলা- নাফ্‌সিহী ওয়া মান্‌ আওফা- বিমা- 'আ-হাদা 'আলাইহুল্লা-হা ফাসাইউ'তীহি আজ্‌রান্‌ 'আজীমা-।
করার শাস্তি তার নিজেরই ওপরে পতিত হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার পূর্ণ করে, তাকে আল্লাহ অতিশীঘ্রই বিরাট পুরস্কার দান করবেন।

﴿١١﴾ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ

১১। সাইয়াকূলু লাকাল্‌ মুখাল্লাফূনা মিনাল্‌ 'আরা-বি শাগালাত্‌না~ আম্‌ওয়া-লুনা- ওয়া আহ্‌লূনা- ফাস্‌তাগ্‌ফির্‌ লানা-,
(১১) আরব গ্রামবাসীদের মধ্যে যারা পশ্চাতে রয়ে গেছে তারা আপনাকে বলবে যে, আমাদের সম্পদ ও পরিবার-পরিজন, আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে।

يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا

ইয়াকূলূনা বিআল্‌সিনাতিহিম্‌ মা- লাইসা ফী কুলূবিহিম ; কুল্‌ ফামাই ইয়াম্‌লিকু লাকুম্‌ মিনাল্লা-হি শাইআন্‌
সুতরাং আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা তাদের মুখ দিয়ে যা বলে, তা তাদের অন্তরে নেই। আপনি বলুন, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তোমাদের কোন

إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢﴾ بَلْ

ইন্‌ আরা-দাবিকুম্‌ দ্বাররান্‌ আও আরা-দাবিকুম নাফ্‌'আন ; বাল্‌ কা-নাল্লা-হু বিমা- 'তামালূনা খাবীরা-। ১২। বাল্‌
অকল্যাণ করতে অথবা কল্যাণ সাধন করতে কে তাকে তা থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা রাখে? বরং তোমরা যা কিছু কর, সব কিছুই আল্লাহ খুব জানেন। (১২) বরং

ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ

জানান্‌তুম্‌ আল্লাই ইয়ান্‌ ক্বালিবার্‌ রাসূলু ওয়াল্‌ মু'মিনূনা ইলা~আহ্‌লীহিম্‌ আবাদাওঁ ওয়া যুইয়্যিনা
তোমরা এ ধারণা পোষণ করে ছিলে যে, রাসূল এবং মুমিনগণ তাঁদের পরিবার-পরিজনের কাছে কখনই ফিরে আসবে না এবং এ ধারণা তোমাদের

ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٣﴾ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن

যা-লিকা ফী কুলূবিকুম্‌ ওয়া জানান্‌তুন্‌ জান্নাস্‌ সাওই, ওয়া কুন্‌তুম্‌ ক্বাওমাম্‌ বূরা-। ১৩। ওয়া মাল্লাম্‌ ইউ'মিম্‌
অন্তরে খুবই পছন্দ (মনঃপূত) হয়েছিল এবং তোমরা খারাপ ধারণা করেছিলে, তোমরাতো ধ্বংসযোগ্য সম্প্রদায়। (১৩) আর যে আল্লাহ ও তার

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٤﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ফাইন্না~'আতাদ্‌না- লিল্‌ কা-ফিরীনা সা'ঈরা-। ১৪। ওয়া লিল্লা-হি মুলকুস্‌ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ;
রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে না আমি সে সব অবিশ্বাসীদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি তৈরি করে রেখেছি। (১৪) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাদশাহী একমাত্র আল্লাহরই,

يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥﴾ سَيَقُولُ

ইয়াগ্‌ফিরু লিমাই ইয়াশা—উ ওয়া ইউ'আয্‌যিবু মাই ইয়াশা—উ ; ওয়া কা-নাল্লা-হু গাফূরার্‌ রাহীমা-। ১৫। সাইয়াকূলুল্‌
তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন, আর যাকে চান শাস্তি দেন। তিনি মহা ক্ষমাপরায়ন ও অসীম দয়ালু। (১৫) যখন তোমরা যুদ্ধে

الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ

মুখাল্লাফূনা ইযান্ ত্বালাক্বতুম্ ইলা- মাগা-নিমা লিতা'খুযূহা- যারূনা- নাত্তা'বিকুম্, ইউরীদূনা
প্রাপ্ত (গনীমতের) সম্পদ গ্রহণের জন্য যাবে, তখন যারা পশ্চাতে (নিজ গৃহে) থেকে গিয়েছিল তারা বলবে, আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যেতে অনুমতি

أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ

আই-ইউবাদ্দিলূ কালা-মাল্লা-হি ; কুল্ লান্ তাত্তাবি'ঊনা- কাযা-লিকুম্ ক্বা-লাল্লা-হু মিন্ ক্বাব্লু, ফাসাইয়াকূলূনা
দাও? তারা চায়, আল্লাহর বাণীকে পরিবর্তন করতে, আপনি বলুন, তোমরা কখনই আমাদের সাথে আসতে পারবে না। আল্লাহ পূর্বেই এরূপ বলেছেন, তারা

بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ

বাল্ তাহ্সুদূনানা-; বাল্ কা-নূ লা- ইয়াফক্বাহূনা ইল্লা- ক্বালীলা-। ১৬। কুল্ লিল্মুখাল্লাফীনা মিনাল্
বলবে বরং তোমরা আমাদেরকে ঈর্ষা করতেছ। মূলতঃ ওদের বুঝ শক্তিই কম। (১৬) আপনি পশ্চাতে (গৃহে) থেকে যাওয়া আরব গ্রামবাসীদেরকে বলুন

الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ

'আরা-বি সাতুদ্'আওনা ইলা- ক্বাওমিন্ উলী বা'সিন্ শাদীদিন্ তুক্বা-তিলূনাহুম্ আও ইউসলিমূনা,
অতিশীঘ্রই তোমরা নির্দেশ প্রাপ্ত হবে এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করতে, যারা কঠোর যোদ্ধা। তোমরা (হয়) তাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা মুসলমান হয়ে যাবে।

فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ

ফাইন্ তুত্বী'উ ইউ'তিকুমুল্লা-হু আজ্‌রান হ্বাসানান্, ওয়া ইন্ তাতাওয়াল্লাও কামা- তাওয়াল্লাইতুম্ মিন্ ক্বাব্লু
যদি তোমরা এ নির্দেশ মান্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। আর যদি তোমরা (অমান্য করে) ফিরে যাও, যেভাবে এর পূর্বে ফিরে গিয়েছিলে,

يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ

ইউ'আয্যিব্‌কুম্ 'আযা-বান্ আলীমা-। ১৭। লাইসা 'আলাল্ 'আমা- হ্বারাজুঁও ওয়ালা- 'আলাল্ 'আরাজি হ্বারাজুঁও
তবে তিনি তোমাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি দিবেন। (১৭) যারা অন্ধ, খোড়া এবং রুগ্ন তাদের জন্য কোন পাপ নেই (যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার জন্য)।

وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

ওয়ালা- 'আলাল্ মারীদ্বি হ্বারাজুন ; ওয়া মাইঁ ইউত্বি'ইল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ইউদ্খিল্হু জ্বান্না-তিন তাজ্বরী মিন্
যে কেহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে চলবে, তাকে আল্লাহ প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশে

○ **বিশ্লেষণ (আঃ ১৫) ঃ** الى مغانم..... - এখানে গনীমতের সম্পদ দ্বারা খয়বর যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদকে বুঝান হয়েছে। হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে যখন রাসূলুল্লাহ (স) খয়বরের যুদ্ধে রওয়ানা দেন, যে যুদ্ধের বিজয়ের সু-সংবাদ আল্লাহ তায়ালা হোদায়বিয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (স)-কে জানিয়েছিলেন। তখন নির্দেশ হল যে, হোদায়বিয়ায় যারা উপস্থিত ছিলেন, তারাই একমাত্র এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে। যখন এ সিদ্ধান্ত হল, তখন হোদায়বিয়ার সময় গৃহে অবস্থানকারীরা, যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়নি। (কুঃ কারীম)

○ **বিশ্লেষণ (আঃ ১৫) ঃ** ان يبدلوا كلم الله - আল্লাহর বাণী দ্বারা বুঝান হয়েছে যে, খয়বরের গনীমতের মাল, হোদায়বিয়ায় যারা উপস্থিত ছিল তাদের জন্য নির্দিষ্ট করার প্রতিশ্রুতি। মুনাফিকরা তাতে (গনীমতে) শরীক হয়ে আল্লাহর কালাম অর্থাৎ তাঁর প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। (কুঃ কারীম)

○ **বিশ্লেষণ (আঃ ১৬) ঃ** الى قوم اولى باس - কোন তফসীরকার বলেন, এখানে আরবের কতিপয় গোত্রের কথা বলা হয়েছে। যাদের সাথে হোনায়ন নামক স্থানে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ হয়েছে। কেহ বলেন, মুসায়লামা কাজ্জাবের অনুসারীদেরকে বুঝান হয়েছে। কেহ বলেন, পারস্য ও রোমের পৌত্তলিক ও খৃষ্টানদেরকে বুঝান হয়েছে। (কুঃ কারীম)

○ **শানে নুযূল (আঃ ১৭) ঃ** ليس على ....حرج - যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার শাস্তির কথা শুনে, অক্ষম ও দুর্বল মুসলমানগণ ভীত হয়ে পড়ে। তারা বলে যে, আমরা অক্ষমতার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারব না। আমাদের কি অবস্থা হবে? এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ কাদেরী)

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٨﴾ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ

তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু, ওয়া মাঁই ইয়াতাওয়াল্লা ইউ'আয্যিব্হু 'আযা-বান আলীমা- । ১৮ । লাক্বাদ্ রাদ্বিয়াল্লা-হু 'আনিল্

নহর প্রবাহিত। আর যে (আল্লাহর নির্দেশ হতে) মুখ ফিরায়ে থাকবে, তিনি তাদের কষ্টদায়ক শাস্তি দিবেন। (১৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ

الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ

মু'মিনীনা ইয্ ইউবা-ই'উনাকা তাহ্তাশ্ শাজ্বারাতি ফা'আলিমা মা-ফী কুলূবিহিম্ ফাআন্যালাস্

মুমিনগণের প্রতি খুশী হয়েছেন যখন তারা বৃক্ষের তলায় বসে আপনার কাছে বায়াত হয়েছিল। তাদের অন্তরে যা ছিল, তা তিনি অবগত ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাদের

السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٩﴾ وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا

সাকীনাতা 'আলাইহিম ওয়া আছা-বাহুম ফাত্হান্ ক্বারীবা- । ১৯ । ওয়া মাগা-নিমা কাছীরাতাঁই ইয়া'খুযূনাহা-;

ওপর সান্ত্বনা প্রদান করলেন এবং প্রতিদান (স্বরূপ) দিলেন তাদেরকে অতি নিকটতম একটি বিজয়। (১৯) এবং বিপুল পরিমাণ গনীমতের মাল, যা তারা অর্জন করবে,

وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٢٠﴾ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ

ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আযীযান্ হাকীমা- । ২০ । ওয়া'আদাকুমুল লা-হু মাগা-নিমা কাছীরাতান্ তা'খুযূনাহা- ফা'আজ্জ্বালা

আল্লাহ মহা প্রভাবশালী, মহাবিজ্ঞ। (২০) আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রচুর গনীমতের মালের, যা তোমরা অর্জন করবে। এগুলো তোমাদেরকে তিনি

لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

লাকুম্ হা-যিহী ওয়া কাফ্ফা আইদিয়ান্ না-সি 'আন্কুম্, ওয়া লিতাকূনা আ-ইয়াতাল্ লিল্মু'মিনীনা

অতি দ্রুত দান করেছিলেন এবং তিনি নিবৃত্ত করে ছিলেন তোমাদের থেকে শত্রুর হস্ত যাতে এটি মুমিনগণের জন্য একটি নিদর্শন হয়

وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢١﴾ وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا

ওয়া ইয়াহ্দিয়াকুম্ স্বিরা-ত্বাম্ মুস্তাক্বীমা- । ২১ । ওয়া উখ্রা- লাম্ তাক্বদিরূ 'আলাইহা- ক্বাদ্ আহা-ত্বাল লা-হু বিহা-;

এবং আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য পথে পরিচালিত করেন। (২১) এবং তোমাদের জন্য আরও (গনীমত) রয়েছে, যা এখন পর্যন্ত তোমাদের মালিকানায় আসেনি।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٢﴾ وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ

ওয়াকা-নাল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীরা- । ২২ । ওয়া লাও ক্বা-তালাকুমুল্ লাযীনা কাফারূ লাওয়াল্লাউল্ আদ্বা-রা ছুম্মা

আল্লাহ সেগুলো নিজ অধিকারে রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে মহা ক্ষমতাবান। (২২) যদি তোমাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করত, তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ

لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٣﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ

লা- ইয়াজ্বিদূনা ওয়ালিয়্যাওঁ ওয়ালা- নাস্বীরা- । ২৩ । সুন্নাতাল্লা-হিল্ লাতী ক্বাদ্ খালাত্ মিন্ ক্বাব্লু, ওয়া লান্

ভেগে যেত। অতঃপর তারা কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পেত না। (২৩) আল্লাহর এ পদ্ধতি (ধারা), প্রথম থেকেই চলে আসছে। আর আপনি

২ ১০ রুকু

বিশ্লেষণ (আঃ ১৮) ঃ لقد رضى الله...... - হোদায়বিয়া নামক স্থানে যখন কাফেরেরা রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা যেতে বাধা দেয়, তখন রাসূলুল্লাহ (স) হযরত ওসমানকে (রা) কাফির নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য মক্কায় প্রেরণ করেন। কাফেররা হযরত ওসমানের (রা) মক্কায় গৃহবন্দী করে রাখে। মুসলমান শিবিরে তাঁর শাহাদতের খবর ছড়িয়ে পড়লে, হযরত ওসমানের (রা) শাহাদাতের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হোদায়বিয়ায় উপস্থিত ১৫০০ (পনের শত) সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স) হাতে এ বলে প্রতিজ্ঞা (ব'য়াত) করেন যে, 'আমরা কুরায়শদের সাথে যুদ্ধ করব এবং আমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছু পা হবনা। হযরত যাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যারা আজ এ বৃক্ষের নিচে বয়াত (প্রতিজ্ঞাবদ্ধ) হয়েছে, তারা কেউই জাহান্নামে যাবে না এবং এ বয়াতকে 'বয়াতে রিদওয়ান' (সন্তুষ্টির প্রতিজ্ঞা) এজন্য বলা হয় যে, হোদায়বিয়ায় যারা বয়াত হয়েছে তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট। (তাঃ কাদেরী)

تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم

তাজ্বিদা লিসুন্নাতিল্লা-হি তাব্দীলা- । ২৪ । ওয়া হুওয়াল্ লাযী কাফ্ফা আইদিয়াহুম 'আন্কুম্ ওয়া আইদিয়াকুম্ 'আন্হুম্

আল্লাহর পদ্ধতির মধ্যে কোনই পরিবর্তন পাবেন না। (২৪) তিনি (আল্লাহ্) মক্কার অভ্যন্তরে কাফিরদের হাতকে তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাতকে

بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ○

বিবাত্বনি মাক্কাতা মিম্ 'বাদি আন্ আজ্ফারাকুম্ 'আলাইহিম ; ওয়া কা-নাল্লা-হু বিমা- 'তামালূনা বাস্বীরা-।

তাদের থেকে নিবৃত্ত রেখেছেন, তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয়ী করার পর। আর তোমরা যা কিছুই কর সব কিছুই আল্লাহ্ দেখেন।

﴿٢٥﴾ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ

২৫। হুমুল্লাযীনা কাফারূ ওয়া স্বাদ্দূকুম 'আনিল্ মাস্জ্বিদিল্ হারা-মি ওয়াল্ হাদ্ইয়া 'মাকূফান্ আইঁ ইয়াব্লুগা

(২৫) ওরাই তো কুফরী করেছিল এবং মসজিদে হারাম (তাওয়াফ) থেকে বিরত রেখেছিল এবং তারা কুরবানীর জন্য উৎসর্গকৃত জানোয়ারগুলো নির্ধারিত স্থানে

مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ

মাহিল্লাহূ ; ওয়ালাওলা- রিজ্বা-লুম্ মু'মিনূনা ওয়া নিসা—উম্ মু'মিনা-তুল্ লাম তা'লামূহুম্ আন্ তাত্বাউহুম্

পৌঁছতে। তোমাদের যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হতো যদি এমন বহু মুসলমান পুরুষ ও নারী মক্কায় না থাকত, যাদের ঈমান সম্পর্কে তোমরা জান না, তোমরা তাদেরকে। অজান্তে

فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ

ফাতুস্বীবাকুম্ মিন্হুম মা'আর্‌রাতুম্ বিগাইরি 'ইল্মিন্, লিইউদ্খিলাল্লা-হু ফী রাহ্মাতিহী মাইঁ ইয়াশা—উ,

পিষে মেরে ফেলতে। ফলে, তাদের (মারার) কারণে তোমাদের ওপর মসিবত পৌঁছত, এ কারণে অনুমতি দেয়া হয়নি। আল্লাহ্ যাকে চান তাকে রহমতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন।

لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٦﴾ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا

লাও তাযাইয়্যালূ লা'আয্যাব্নাল্ লাযীনা কাফারূ মিন্হুম্ 'আযা-বান্ আলীমা- । ২৬। ইয্ জ্বা'আলাল লাযীনা কাফারূ

যদি তারা (মুমিন ও কাফির) পৃথক হত, তবে তাদের মধ্যে যারা কাফির, আমি তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি দিতাম। (২৬) (হে নবী স্মরণ করুন!) যখন সে

فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى

ফী কুলূবিহিমুল্ হামিইয়্যাতা হামিইয়্যাতাল্ জ্বা-হিলিইয়্যাতি ফাআন্যালাল্লা-হু সাকীনাতাহূ 'আলা- রাসূলিহী ওয়া 'আলাল্

কাফিরেরা তাদের অন্তরে অজ্ঞতা যুগের উত্তেজনার মত উত্তেজনা (বিরুদ্ধতা) পোষণ করছিল, তখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মুমিনগণের প্রতি সান্ত্বনা প্রদান

الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ

মু'মিনীনা ওয়া আল্যামাহুম কালিমাতাত্ তাক্ওয়া- ওয়া কা-নূ~আহাক্কা বিহা- ওয়া আহ্লাহা-; ওয়া কা-নাল্লা-হু বিকুল্লি

করলেন এবং তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যের ওপর দৃঢ়ভাবে কায়েম রাখলেন, এবং তারাই ছিল এর অধিকতর হকদার এবং এর উপযুক্ত। আল্লাহ

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৪) ঃ كف ايديهم عنكم - যখন রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবাগণসহ হোদায়বিয়ায় অবস্থান করেছিলেন, তখন মক্কার কাফেররা ৭০ জন সশস্ত্র ব্যক্তিকে, মুসলমান শিবিরে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে যে, সুযোগ পেলে রাসূলুল্লাহ (স) এবং সাহাবাগণের ক্ষতি সাধন করবে। কিন্তু মুসলমানগণ তাদেরকে গ্রেফতার করে, রাসূলুল্লাহর (স) দরবারে নিয়ে আসেন। তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) যে শাস্তি নির্ধারণ করতেন সেটাই ঠিক হতো। কিন্তু মুসলমানদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে ছেড়ে দেন। (কুঃ কারীম)

شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٧﴾ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ

শাইয়িন্ 'আলীমা- । ২৭ । লাক্বাদ্ স্বাদাক্বাল্লা-হু রাসূলাহুর্ রু'ইয়া- বিল্‌হাক্বক্বি, লাতাদ্‌খুলুন্নাল্ মাস্‌জিদাল্

সর্ব বিষয় সর্বজ্ঞাত। (২৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখায়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছায়, তোমরা অবশ্যই পূর্ণ নিরাপদে মসজিদে

الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ

হারা-মা ইন্ শা—আল্লা-হু আ-মিনীনা, মুহাল্লিক্বীনা রুউসাকুম্ ওয়া মুক্বাস্বস্বিরীনা, লা-তাখা-ফূনা ;

হারামে প্রবেশ করবে, তোমাদের কেহ (প্রবেশ করবে) মাথা মুন্ডন করে, কেহ মাথার চুল কর্তন করে। তোমরা (কাউকে) ভয় করবে না

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ

ফা'আলিমা মা- লাম্ 'তালামূ ফাজ্বা'আলা মিন্ দূনি যা-লিকা ফাত্হান্ ক্বারীবা- । ২৮ । হুওয়াল্লাযী ~আর্‌সালা

আল্লাহ যা জানেন, তা তোমরা জান না। এছাড়া তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে দান করেছেন এক আসন্ন বিজয়। (২৮) তিনি তাঁর রাসূলকে

رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

রাসূলাহূ বিল্‌হুদা- ওয়া দীনিল্ হাক্বক্বি লিইউজ্‌হিরাহূ 'আলাদ্ দীনি কুল্লিহী ; ওয়া কাফা- বিল্লা-হি শাহীদা- ।

সঠিক নির্দেশনা এবং সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে সে একে বিজয়ী করেন অন্যান্য সব দ্বীনের উপর। আল্লাহ যথেষ্ট (নবুওয়াতের) সাক্ষী হিসেবে।

﴿٢٩﴾ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

২৯। মুহাম্মাদুর্ রাসূলুল্লা-হি ; ওয়াল্লাযীনা মা'আহূ~আশিদ্দা—উ 'আলাল্ কুফ্‌ফা-রি রুহামা—উ বাইনাহুম্

(২৯) মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল এবং যারা তার সাথে রয়েছেন সাহাবাগণ তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর, অথচ তাদের নিজেদের মধ্যে

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ

তারা-হুম্ রুক্কা'আন সুজ্জাদাই ইয়াব্‌তাগূনা ফাদ্বলাম্ মিনাল্লা-হি ওয়া রিদ্বওয়া-না; সীমা-হুম

একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টির কামনায় রুকূ ও সিজদা করছে।

فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ

ফী উজূহিহিম্ মিন্ আছারিস্ সুজূদি ; যা-লিকা মাছালুহুম্ ফিত্ তাওরা-তি, ওয়া মাছালুহুম

তাদের মুখমন্ডলে চিহ্ন থাকবে, সিজদা করার কারণে। তাদের এরূপ দৃষ্টান্ত তাওরাতে রয়েছে এবং তাদের দৃষ্টান্ত ইঞ্জীলেও রয়েছে।

فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ

ফিল্ ইনজ্বীলি ; কাযার্'ইন্ আখ্‌রাজ্বা শাত্বআহূ ফাআ-যারাহূ ফাস্‌তাগ্‌লাজা ফাস্‌তাওয়া-

তাদের উদাহরণ সে ক্ষেতের ন্যায়, যে প্রথমে তার অঙ্কুর ফোটায়, পরে সেটি শক্তিশালী হয়, অতঃপর সেটি মোটা হয়, এরপরে সেটি সোজা

✪ শানে নুযূল (আঃ ২৭) ঃ ...... لقد صدق الله - রাসূলুল্লাহ (স) হোদায়বিয়া গমনের পূর্বে সে বছরই, স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি (স) এবং সাহাবাগণ নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং তাদের মধ্যে কতিপয় লোক মাথা মুন্ডন অবস্থায় এবং চুল কর্তন (খাট) করা অবস্থায় রয়েছে। সাহাবাগণ এ সু-সংবাদ শুনে অত্যন্ত খুশী হন। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবাগণসহ ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা দেন এবং পথিমধ্যে হোদায়বিয়া নামক স্থানে কাফেররা বাধা দেয় এবং পরিশেষে মুসলমানগণকে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করতে হল, তখন সাহাবাগণ দুঃখিত হন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (জালালাইন)

عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ

'আলা- সূক্বিহী ই'উজ্বিবুয্ যুর্‌রা-'আ লিইয়াগীজা বিহিমুল্ কুফ্‌ফা-রা ; ওয়া'আদাল্লাহুল

তার কান্ডের ওপর দাঁড়িয়ে যায় এবং তা কৃষকদেরকে খুব আনন্দ দিতে থাকে। (এ দৃষ্টান্ত আল্লাহ পেশ করেন) যাতে কাফিরদের অন্তর্দাহ সৃষ্টি হয়।

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি মিন্‌হুম্ মাগ্‌ফিরাতাওঁ ওয়া আজ্‌রান্ 'আজীমা- ।

যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও বিরাট সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সূরা হুজুরা-ত মাদানী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ১৮ রুকূ ঃ ২

① يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ

১। ইয়া~আইয়্যুহাল লাযীনা আ-মানূ লা- তুক্বাদ্দিমূ বাইনা ইয়াদায়িল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ওয়াত্তাকুল্লা-হা ;

(১) হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (কথার) সামনে, তোমরা (তোমাদের নিজ মতে) অগ্রবর্তী হয়ো না। আল্লাহকে ভয় কর,

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ② يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ

ইন্নাল্লা-হা সামী'উন্ 'আলীম। ২। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা- তারফা'উ~আস্বওয়া-তাকুম্ ফাওক্বা স্বাওতিন্

নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা। সর্বজ্ঞানী। (২) হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের আওয়াজকে নবীর আওয়াজের ওপর উঁচু করনা এবং তোমরা তার সাথে

النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ

নাবিয়্যি ওয়ালা- তাজ্বহারূ লাহূ বিল্ক্বাওলি কাজ্বাহ্রি বা'দ্বিকুম্ লিবা'দ্বিন্ আন্ তাহ্বাত্বা 'আমা-লুকুম্

এত উঁচু আওয়াজে কথা বল না, যেভাবে তোমরা পরস্পরে একে অপরের সাথে উঁচু আওয়াজে কথা বল, এতে তোমাদের আমলসমূহ বাতিল হয়ে যাবে,

وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ③ اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ

ওয়া আন্তুম লা-তাশ্'উরূন। ৩। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াগুদ্বদ্বূনা আস্বওয়া-তাহুম্ 'ইন্দা রাসূলিল্লা-হি উলা—ইকাল্

অথচ তা তোমরা অনুভবও করতে পারবে না। (৩) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজ আওয়াজ নীচু করে, তাদের

الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ④ اِنَّ الَّذِيْنَ

লাযীনাম্ তাহ্বানাল্লা-হু কুলূবাহুম লিত্তাকুওয়া-; লাহুম্ মাগ্ফিরাতুওঁ ওয়া আজ্বরুন্ 'আজীম। ৪। ইন্নাল্লাযীনা

অন্তরকে আল্লাহ তাকওয়ার জন্য যাচাই করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে (আল্লাহর পক্ষ হতে) ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার। (৪) যারা আপনাকে কক্ষের

يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ⑤ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى

ইউনা-দূনাকা মিওঁ ওরা—ইল্ হুজুরা-তি আক্ছারুহুম লা- ই'য়াক্বিলূন। ৫। ওয়া লাও আন্নাহুম্ স্বাবারূ হাত্তা-

পিছন থেকে জোরে ডাকে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই বুদ্ধিহীন (মূর্খ)। (৫) আপনি বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য্যধারণ করত;

تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

তাখ্‌রুজ্বা ইলাইহিম্ লাকা-না খাইরাল্ লাহুম; ওয়াল্লা-হু গাফূরুর রাহ্বীম। ৬। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~

তবে এটা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। আল্লাহ মহাক্ষমাশীল ও দয়াশীল। (৬) হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসিক (পাপী) তোমাদের কাছে

إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ

ইন্ জ্বা—আকুম ফা-সিকুম্ বিনাবাইন্ ফাতাবাইয়্যানূ~আন্ তুস্বীবূ ক্বাওমাম্ বিজ্বাহা-লাতিন্ ফাতুস্ববিহূ 'আলা-

কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা সেটাকে (ভালভাবে) পরখ কর। (সাবধান!) এমন যেন না হয় যে, বিনা পরখে অজ্ঞতা বশতঃ কোন সম্প্রদায়ের তোমরা ক্ষতি করে বস,

مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ

মা- ফা'আল্‌তুম্ না-দিমীন। ৭। ও'য়ালামূ~আন্না ফীকুম রাসূলাল্লা-হি ; লাও ইউত্বী'উকুম ফী কাছীরিম্

পরে তোমাদের সে কাজের জন্য তোমরা অনুতপ্ত হও। (৭) জেনে রাখ! তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল উপস্থিত আছেন। যদি তিনি অনেক বিষয়ে তোমাদের

مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ

মিনাল্ আম্‌রি লা'আনিত্তুম্ ওয়ালা- কিন্নাল্লা-হা হ্বাব্বাবা ইলাইকুমুল্ ঈমা-না ওয়া যাইয়্যানাহু ফী ক্বুলূবিকুম্

কথা শোনতেন, তবে তোমরাই অসুবিধায় পড়তে। কিন্তু আল্লাহ ঈমানকে তোমাদের নিকট পছন্দনীয় করেছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত

وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ○

ওয়া কার্‌রাহা ইলাইকুমুল্ কুফ্‌রা ওয়াল্ ফুসূক্বা ওয়াল্ 'ইস্বইয়া-না ; উলা—ইকা হুমুর্ রা-শিদূন।

করেছেন এবং অপছন্দনীয় করেছেন তোমাদের কাছে, কুফরী, পাপের কাজ এবং নাফরমানীকে; এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত।

﴿٧﴾ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

৮। ফাদ্বলাম্ মিনাল্লা-হি ওয়া নি'মাতান ; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন্ হ্বাকীম। ৯। ওয়া ইন্ ত্বা—ইফাতা-নি মিনাল্ মু'মিনীনাক্ব

(৮) এসব কিছু আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ। (৯) যদি মুমিনগণের দু'দল (একে অপরের সাথে) লড়াই করে,

اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي

তাতালূ ফাআস্বলিহূ বাইনাহুমা-, ফাইম্ বাগাত্ 'ইহ্‌দা-হুমা- 'আলাল্ উখ্‌রা- ফাক্বা-তিলুল্লাতী

তবে তাদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি সে দু'দলের একদল অন্য দলের উপর, জুলুম করে তবে জুলুমকারী দলের সাথে

تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

তাব্‌গী হাত্তা- তাফী—আ ইলা~আম্‌রিল্লা-হি, ফাইন্ ফা—আত্ ফাআস্বলিহূ বাইনাহুমা- বিল্'আদ্‌লি

লড়াই কর যতক্ষণ না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবে, ন্যায়ের সাথে এবং

وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا

ওয়া আক্বসিতূ ; ইন্নাল্লা-হা ইউহ্বিব্বুল মুক্বসিত্বীন। ১০। ইন্নামাল মু'মিনূনা ইখ্‌ওয়াতুন্ ফাআস্বলিহূ

সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন। (১০) মুমিনগণতো পরস্পরে (দ্বীনী) ভাই। সুতরাং মীমাংসা কর তোমাদের নিজ

১ ع ১৩ রুকূ

বَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ

বাইনা আখাওয়াইকুম্ ওয়াত্তাক্বুল্লা-হা লা'আল্লাকুম তুর্হামূন। ১১। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা- ইয়াস্খার্

ভায়ের মধ্যে এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা (আল্লাহর) রহমত পেতে পার। (১১) হে মুমিনগণ! এক পুরুষ যেন অন্য পুরুষকে ঠাট্টা না

তিন চতুর্থাংশ

قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن

ক্বাওমুম্ মিন্ ক্বাওমিন্ 'আসা~আই ইয়াকূনূ খাইরাম্ মিন্হুম ওয়ালা- নিসা—উম্ মিন্ নিসা—ইন্ 'আসা~আঁই

করে, হয়তো সে, ঠাট্টাকারী হতে অতি উত্তম। আর কোন মহিলা যেন কোন মহিলাকে ঠাট্টা না করে। কেননা, হয়তো সে, ঠাট্টাকারীনি

يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ

ইয়াকুন্না খাইরাম্ মিন্হুন্না, ওয়ালা- তাল্মিযূ~আন্ফুসাকুম্ ওয়ালা- তানা-বাযূ বিল্আল্ক্বা-বি ; বি'সা

হতে অতি উত্তম। তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে একে অপরের দুর্নাম করনা এবং তোমরা একে অপরকে বিদ্রূপাত্মক উপাধিতে ডেকনা।

الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

লিস্মুল্ ফুসূক্ব 'বাদাল্ ঈমা-নি, ওয়া মাল্ লাম্ ইয়াতুব্ ফাউলা—ইকা হুমুজ্ জা-লিমূন।

ঈমান গ্রহণের পরে তাকে খারাপ নামে ডাকা পাপ কাজ। আর যারা এর থেকে ফিরে থাকবেনা তারাই জালিম (অত্যাচারী)।

١١ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

১২। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুজ্ তানিবূ কাছীরাম্ মিনাজ্ জান্নি, ইন্না 'বাদ্বাজ জান্নি ইছ্মুওঁ

(১২) হে মুমিনগণ! তোমরা অনেক ধরণের (খারাপ) ধারণা পরিহার কর। নিশ্চয়ই কতিপয় ধারণা করা পাপ কাজ এবং

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ

ওয়ালা তাজাস্সাসূ ওয়ালা- ইয়াগ্তাব্ 'বাদ্বুকুম্ 'বাদ্বান ; আইউহিব্বু আহাদুকুম্ আঁই ইয়া'কুলা লাহ্মা

তোমরা কারও (ত্রুটি) বিষয় অন্বেষণ কর না এবং অগোচরে একে অপরের নিন্দা (বদনাম) করনা। তোমাদের মধ্যে কি কেহ তোমাদের মৃত ভ্রাতার গোস্ত খাওয়া

أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ١٢ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

আখীহি মাইতান্ ফাকারিহ্তুমূহু ; ওয়াত্তাক্বুল্লা-হা ; ইন্নাল্লা-হা তাওয়্যা- বুর রাহীম। ১৩। ইয়া ~আইয়্যুহান্ না-সু

পছন্দ কর? তোমরাতো তা ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, অসীম দয়ালু। (১৩) হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে

إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ

ইন্না- খালাক্বনা-কুম্ মিন্ যাকারিওঁ ওয়া উন্ছা- ওয়া জা'আল্না-কুম্ শু'উবাওঁ ওয়া ক্বাবা—ইলা লিতা'আ-রাফূ ; ইন্না

সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন বংশে ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে জানতে পার। নিশ্চয়ই

✪ শানে নুযূল (আঃ ১১) ঃ ......لا يسخر قوم - বনূ তামীমের একটি গোত্র গরীব সাহাবাগণ (রা)-কে হাসি-ঠাট্টা করত। যেমন হযরত আম্মার, হযরত বিলাল, হযরত সালমান ফারসী, হযরত খাব্বাব এবং হযরত শোহায়ব (রা)। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাঃ কাদেরী) ولا تنابزوا - অর্থাৎ কারও ভাল নামকে বিকৃত করে ডাকা বা মানুষকে এমন নামে সম্বোধন করা, যাতে সে কষ্ট ও লজ্জা পায়। এভাবে ডাকা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করা হয়েছে। (কুঃ কারীম) * بئس الاسم الفسوق - ইসলাম গ্রহণের পরে অথবা তওবার পরে, তাকে পূর্ববর্তী ধর্ম অথবা গুনাহর কথা বলে সম্বোধন করা পাপের কাজ। যেমন- হে কাফের, হে ব্যভিচারী, হে শরাবখোর ইত্যাদি। ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১২) ঃ بعض الظن اثم - মুমিনগণের প্রতি মিথ্যা ও খারাপ ধারণা করা গুনাহের কাজ। আর যারা ফাসিক ও পাপী তাদের পাপ কাজের জন্য খারাপ ধারণা রাখায় গুনাহ নেই। (জালালাইন)

أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٤﴾ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ

আক্রামাকুম্ 'ইন্দাল্লা-হি আত্ক্বা-কুম ; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুন্ খাবীর । ১৪ । ক্বা-লাতিল্ 'আরা-বু আ-মান্না-;
তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে অতি সম্মানিত সে যে অধিক পরহেজগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। (১৪) আরব গ্রামবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি,

قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن

কুল্ লাম্ তু'মিনূ ওয়ালা-কিন কূলূ~আস্লাম্না- ওয়া লাম্মা- ইয়াদ্খুলিল ঈমা-নু ফী কুলূবিকুম ; ওয়া ইন্
আপনি বলুন, মূলতঃ তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা এভাবে বল যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। কেননা এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। যদি

تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তুত্বী'উল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ লা-ইয়ালিত্কুম্ মিন্ 'আমা-লিকুম শাইআন ; ইন্নাল লা-হা গাফূরুর রাহীম।
তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে চল, তবে আল্লাহ তোমাদের কোন আমলে সওয়াব প্রদানে কমতি করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাপরায়ন ও মেহেরবান।

﴿١٥﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا

১৫ । ইন্নামাল্ মু'মিনূনাল্ লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ছুম্মা লাম্ ইয়ার্তা-বূ ওয়া জ্বা-হাদূ
(১৫) মুমিনতো তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, অতঃপর (ঈমানের ব্যাপারে) সন্দেহ পোষণ করে না এবং

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٦﴾ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ

বিআম্ওয়া- লিহিম ওয়া আনফুসিহিম্ ফী সাবীলিল্লা-হি ; উলা—ইকা হুমুস্ব স্বা-দিকূন । ১৬ । কুল্ আতু'আল্লিমূনাল
তাদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে, আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তারাই (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী। (১৬) আপনি বলুন, তোমরা কি

اللَّهَ بِدِينِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ

লা-হা বিদীনিকুম ; ওয়াল্লা-হু ই'য়ালামু মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল্ আর্দ্বি ; ওয়াল্লা-হু বিকুল্লি
তোমাদের দ্বীনদারী সম্পর্কে আল্লাহকে অবগত করছ? অথচ আল্লাহ খুব জানেন, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সব বিষয়। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ

শাইয়ন্ 'আলীম । ১৭ । ইয়ামুন্নূনা 'আলাইকা আন্ আস্লামূ ; কুল্ লা-তামুন্নূ 'আলাইয়্যা ইস্লা-মাকুম্,
সর্বজ্ঞাত। (১৭) তাদের ধারণা তারা ইসলাম কবুল করে; আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেছে, বলুন, তোমরা তোমাদের ইসলাম গ্রহণ দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করনি;

بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨﴾ إِنَّ

বালিল্লা-হু ইয়ামুন্নু 'আলাইকুম্ আন্ হাদা-কুম্ লিল্ঈমা-নি ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন । ১৮ । ইন্নাল
বরং আল্লাহ তোমাদেরকে ঈমানের দিকে পথ প্রদর্শন করতঃ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৮) নিশ্চয়ই

২ ১৪ রুকূ

اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ع

লা-হা ই'য়ালামু গাইবাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি; ওয়াল্লা-হু বাস্বীরুম্ বিমা-'তামালূন।
আল্লাহ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমাদের সব কৃত কর্ম আল্লাহ ভালভাবে দেখেন।

সূরা ক্বা-ফ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৪৫
রুকূ ঃ ৩

মঞ্জিল ৭

١ قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۚ ٢ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ

১। ক্বা—ফ্ ; ওয়াল্ কুরআ-নিল্ মাজীদ্। ২। বাল্ 'আজিবূ~আন্ জ্বা—আহুম্ মুন্‌যিরুম্ মিন্‌হুম্ ফাক্বা-লাল্

(১) ক্বা-ফ; মহান কুরআনের শপথ। (২) কিন্তু তাদের মাঝে একজন সতর্ককারী আসছে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে।

الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَیْءٌ عَجِيْبٌ ۚ ٣ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ٤ قَدْ

কা-ফিরূনা হা-যা- শাইউন্ 'আজীব্। ৩। আইযা- মিত্‌না- ওয়াকুন্না- তুরা-বান্, যা-লিকা রাজ্‌'উম বা'ঈদ। ৪। ক্বাদ্

কাফেরেরা বলে, এ তো আশ্চর্যজনক বিষয়! (৩) যখন আমরা মারা যাব এবং মাটি হয়ে যাব, এর পরেও কি পুনরুত্থিত হব? প্রত্যাবর্তন হওয়া অসম্ভব! (৪) (আল্লাহ বলেন)

عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ٥ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ

'আলিম্‌না- মা- তান্‌কুস্বুল্ আর্‌দ্বু মিন্‌হুম, ওয়া 'ইন্‌দানা- কিতা-বুন্ হ্বাফীজ। ৫। বাল্ কায্‌যাবূ বিল্‌হ্বাক্বক্বি

আমিতো জানি মাটি কতটুকু ধ্বংস করে তাদের শরীরের অংশগুলোকে এবং আমার কাছে রয়েছে সংরক্ষক কিতাব। (৫) বরং যখন তাদের কাছে সত্য বিষয়

لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِیْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ٦ اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ

লাম্মা- জ্বা—আহুম ফাহুম ফী~আম্‌রীম্ মারিজ্ব। ৬। আফালাম্ ইয়ান্‌জুরূ~ইলাস্ সামা—ই ফাওক্বাহুম কাইফা

এসেছে তখন তারা তা অবিশ্বাস করেছে। ফলে তারা জটিলতায় পড়ে গেছে। (৬) তারা কি তাদের উপর আকাশের দিকে দৃষ্টি করেনা? আমি তা কিভাবে

بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ٧ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِیَ

বানাইনা-হা- ওয়া যাইয়্যান্না-হা- ওয়ামা- লাহা- মিন্ ফুরূজ্ব। ৭। ওয়াল্ আর্‌দ্বা মাদাদ্‌না-হা- ওয়া আলক্বাইনা- ফীহা- রাওয়া-সিয়া

সৃষ্টি করেছি এবং কত সৌন্দর্য দান করেছি এবং তাতে কোন ফাটলও নেই। (৭) আর আমি যমীনকে করেছি প্রসারিত এবং তার ওপর পাহাড়গুলো স্থাপন করেছি,

وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ٨ تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ

ওয়া আম্‌বাত্‌না- ফীহা- মিন্ কুল্লি যাওজ্বিম্ বাহীজ্ব। ৮। তাব্‌স্বিরাতাওঁ ওয়াযিক্‌রা- লিকুল্লি 'আব্‌দিম্ মুনীব।

এবং আমি যমীনে উৎপন্ন করেছি প্রতিটি ধরনের মনোরম উদ্ভিজ্জ (৮) প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী বান্দার জন্য ও উপদেশ স্বরূপ।

✪ **সূরা ক্বাফ-এর শানে নুযূল ঃ** রাসূলুল্লাহ (স) ঈদের নামাজে সূরায়ে ক্বাফ পাঠ করতেন। ইমাম ইবন কাসীর (রহ) বলেন, দু-ঈদ এবং জুমার নামাজে এ সূরা পাঠের তাৎপর্য হচ্ছে, তিনি (স) বড় জামাতে এ সূরা পাঠ করতেন। কেননা, এ সূরায় সৃষ্টির সূচনা, পুনরুত্থান, হাশর, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত, জাহান্নাম, সওয়াব এবং শাস্তির বর্ণনা রয়েছে।

✪ **বিশ্লেষণ (আঃ ৫) ঃ** كذبوا بالحق - এখানে 'সত্য কথা' দ্বারা কুরআন ইসলাম অথবা রাসূলুল্লাহ (স) নবুওয়াতকে বুঝান হয়েছে। فی امر مریج - অর্থাৎ তারা (কাফিরেরা) রাসূল (স) সম্পর্কে মন্তব্য করতে জটিলতায় (সমস্যায়) পড়ে গেছে। কখনও তারা, তাঁকে যাদুকর, কখনও কবি, কখনও গণক বলে। (অর্থাৎ সত্য আসার পরে তারা রাসূল (স) সম্পর্কে সিদ্ধান্তহীনতায় (পেরেশানীতে) ভুগছে। (কুঃ কারীম)

(৯) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ (১০) وَالنَّخْلَ

৯। ওয়া নায্যাল্না- মিনাস্ সামা—ই মা—আম্ মুবা-রাকান্ ফাআম্বাত্না- বিহী জ্বান্না-তিওঁ ওয়াহ্বাব্বাল্ হ্বাস্বীদ। ১০। ওয়ান্ নাখ্লা
(৯) আমি আকাশ হতে কল্যাণকর বৃষ্টি বর্ষা করি এবং তার দ্বারা আমি উৎপন্ন করি বাগান এবং সংগৃহীত ফসল। (১০) এবং উঁচু খেজুর বৃক্ষ,

بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ (১১) رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ

বা-সিক্বা-তিল্লাহা- ত্বাল্'উন নাদ্বীদ্। ১১। রিয্ক্বাল্ লিল্'ইবা-দি, ওয়া আহ্ইয়াইনা- বিহী বাল্দাতাম্ মাইতান্ ; কাযা-লিকাল্
যার শীর্ষে রয়েছে গুচ্ছ খেজুর। (১১) বান্দাগণের রিযিকের জন্য পানি দ্বারা এবং তাদ্বারা আমি জীবিত করি মৃত যমীনকে। অনুরূপভাবেই (কবর থেকে)

الْخُرُوْجُ (১২) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ (১৩) وَعَادٌ

খুরূজ্ব। ১২। কায্যাবাত্ ক্বাব্লাহুম ক্বাওমু নূহিওঁ ওয়া আস্বহ্বা-বুর রাসসি ওয়া ছামূদ্। ১৩। ওয়া 'আ-দুওঁ
বের করা হবে। (১২) তাদের পূর্বেও অবিশ্বাস করেছিল নূহের সম্প্রদায়, কূপবাসীরা ও সামূদ সম্প্রদায় (১৩) এবং আদ,

وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ (১৪) وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ

ওয়া ফির্'আওনু ওয়া ইখ্ওয়া-নু লূত্ব। ১৪। ওয়া আস্বহ্বা-বুল্ আইকাতি ওয়া ক্বাওমু তুব্বা'ইন ; কুল্লুন্ কায্যাবার্ রুসুলা
ফেরাউন, লূতের সম্প্রদায়। (১৪) এবং আয়কা বাসিন্দারা ও তুব্বা সম্প্রদায়, ওরা সবাই রাসূলকে অবিশ্বাস করেছিল, ফলে আমার শাস্তি তাদের

فَحَقَّ وَعِيْدِ (১৫) اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ১ ع ৫ ১৫ রুকূ

ফাহ্বাক্ক্বা ওয়া'ঈদ। ১৫। আফাআ'ঈনা- বিল্খাল্ক্বিল্ আওঁয়্যালি ; বাল্ হুম ফী লাব্সিম্ মিন্ খাল্ক্বিন্ জ্বাদীদ্।
ওপর বাস্তবায়িত হয়েছে। (১৫) আমি কি প্রথম বার সৃষ্টি করার কারণেই দুর্বল হয়ে পড়েছি? বরং ওরা (কাফেরেরা) নতুন সৃষ্টি সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।

(১৬) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۖۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ

১৬। ওয়া লাক্বাদ্ খালাক্বনাল্ ইন্সা-না ওয়া'নালামু মা- তুওয়াস্ওয়িসু বিহী নাফ্সুহূ, ওয়া নাহ্নু আক্বরাবু ইলাইহি
(১৬) আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার অন্তর (আত্মা) তাকে যে কুমণা দেয়, তা আমি জানি এবং আমি তার ঘাড়ের

مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ (১৭) اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ○

মিন্ হ্বাব্লিল্ ওয়ারীদ্। ১৭। ইয্ ইয়াতালাক্ক্বাল্ মুতালাক্ক্বিইয়া-নি 'আনিল্ ইয়ামীনি ওয়া 'আনিশ্ শিমা-লি ক্বা'ঈদ্।
রগের চেয়ে অতি নিকটে। (১৭) স্মরণ করুন! যখন দুজন হিসাব গ্রহণকারী (ফিরিশতা) তার ডান দিকে ও বামদিকে বসে তার কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করে।

(১৮) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (১৯) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ

১৮। মা- ইয়াল্ফিজু মিন্ ক্বাওলিন্ ইল্লা- লাদাইহি রাক্বীবুন্ 'আতীদ্। ১৯। ওয়া জ্বা—আত্ সাক্রাতুল্ মাওতি
(১৮) মানুষ যে কথাই মুখ থেকে বের করে, তা লিখে রাখার জন্য তার কাছেই প্রহরী প্রস্তুত রয়েছে। (১৯) মৃত্যুকালীন কষ্ট সত্যই এসে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১২) ঃ اصحب الرَّس - 'রাস' হল এক কূপের অধিবাসী। সেখানে তারা তাদের জীব জানোয়ারসহ বসবাস করত। তারা মূর্তি পূজক ছিল। কারো মতে, তাদের পয়গম্বর ছিল হযরত হানযালা ইবনে সাফওয়ান বা অন্য কোন বুজুর্গ ব্যক্তি। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৪) ঃ وقوم تبع - ইয়ামনের বাদশাহ, যিনি মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করেছিল। (জালালাইন)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৬) ঃ حبل الوريد - ঘাড়ের রগ অর্থ, মানুষের শাহরগ। যা কাটলে মানুষ মারা যায়। এখানে নিকটতম বুঝান হয়েছে অবগতির দিক দিয়ে নিকটতম। অর্থাৎ অবগতির দিক দিয়ে আল্লাহ মানুষের এত নিকটে যে তার মনের কথাগুলোও তিনি জানেন। (কুঃ কারীম)

بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿٢٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ۝

বিলহাক্বক্বি ; যা-লিকা মা- কুন্তা মিন্হু তাহীদ্। ২০। ওয়া নুফিখা ফিস্ব স্বূরি ; যা-লিকা ইয়াওমুল্ ওয়া'ঈদ।
উপস্থিত হবে, এটা সে মৃত্যু, যা থেকে তোমরা পালাতে। (২০) আর শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, এটাই প্রতিশ্রুতি শাস্তি দেয়ার দিন।

﴿٢١﴾ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ﴿٢٢﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا

২১। ওয়া জা—আত্ কুল্লু নাফসিম্ মা'আহা- সা—ইকুঁও ওয়া শাহীদ। ২২। লাক্বাদ্ কুন্তা ফী গাফ্লাতিম্ মিন্ হা-যা-
(২১) প্রত্যেকেই (হাশরের ময়দানে) এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার সাথে থাকবে একজন চালক (ফেরেশতা) আর একজন সাক্ষী (ফেরেশতা)। (২২) (অবিশ্বাসীদেরকে বলা হবে) নিশ্চয়ই তুমি ছিলে পৃথিবীতে এ দিবস সম্পর্কে উদাসীন। কিন্তু এখন আমি

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٣﴾ وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ

ফাকাশাফ্না- 'আন্কা গিত্বা—আকা ফাবাস্বারুকাল্ ইয়াওমা হাদীদ্। ২৩। ওয়া ক্বা-লা ক্বারীনুহু হা-যা- মা- লাদাইয়্যা
তোমার চক্ষুর ওপর থেকে তোমার পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। সুতরাং আজ তোমার দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। (২৩) সাথী ফেরেশতা বলবে, এইতো আমলনামা যা আমার কাছে প্রস্তুত

عَتِيْدٌ ﴿٢٤﴾ اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٥﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ﴿٢٦﴾ ۨالَّذِيْ

'আতীদ। ২৪। আলক্বিয়া- ফী জাহান্নামা কুল্লা কাফ্ফা-রিন্ 'আনীদ্। ২৫। মান্না-'ইল্ লিল্খাইরি 'মুতাদিম্ মুরীবিন। ২৬। আল্লাযী
রয়েছে। (২৪) প্রহরীকে নির্দেশ দেয়া হবে যে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক কাফিরকে, (২৫) যারা ভাল কাজে বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী এবং সংশয়কারী। (২৬) যে

جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٧﴾ قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ

জা'আলা মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খারা ফাআলক্বিয়া-হু ফিল্ 'আযা-বিশ্ শাদীদ্। ২৭। ক্বা-লা ক্বারীনুহূ রাব্বানা- মা~
আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মাবুদ নির্ধারণ করেছে, তাকেও কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। (২৭) তার সাথী শয়তান বলবে, হে আমার প্রতিপালক!

اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ

আত্বগাইতুহূ ওয়ালা-কিন্ কা-না ফী দ্বালা-লিম্ বা'ঈদ। ২৮। ক্বা-লা লা- তাখ্তাস্বিমূ লাদাইয়্যা ওয়া ক্বাদ্ ক্বাদ্দামতু
আমি ওকে বিভ্রান্ত করিনি; বরং সে নিজেই চরম বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল। (২৮) আল্লাহ বলবেন, আমার সামনে ঝগড়া কর না, আমিতো পূর্বেই তোমাদের কাছে

২ ع ৪ ১৬ রুকূ
اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٩﴾ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

ইলাইকুম বিল্ওয়া'ঈদ। ২৯। মা- ইউবাদ্দালুল্ ক্বাওলু লাদাইয়্যা ওয়ামা~আনা বিজাল্লা-মিল্ লিল্'আবীদ।
প্রেরণ করেছি এ শাস্তির প্রতিশ্রুতি। (২৯) আমার কথার কোনই পরিবর্তন হয় না এবং আমি আমার বান্দাগণের ওপর জুলুমকারীও নই।

﴿٣٠﴾ يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿٣١﴾ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ

৩০। ইয়াওমা নাক্বূলু লিজাহান্নামা হালিম্ তালা'তি ওয়া তাক্বূলু হাল মিম্ মাযীদ্। ৩১। ওয়া উয্লিফাতিল্ জান্নাতু
(৩০) সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব, তুমি কি পূর্ণ হয়েছ? সে বলবে, আরও (আমার মধ্যে) দেয়ার আছে কি? (৩১) আর জান্নাত পরহেজগারদের অতি নিকটে

لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿٣٢﴾ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿٣٣﴾ مَنْ خَشِيَ

লিল্মুত্তাক্বীনা গাইরা বা'ঈদ। ৩২। হা-যা- মা- তূ'আদূনা লিকুল্লি আওয়্যা-বিন্ হাফীজ। ৩৩। মান্ খাশিয়ার
করা হবে, মোটেই দূরত্ব থাকবে না। (৩২) এটা তাই, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল, প্রত্যেকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ও হেফাজতকারীর জন্য, (৩৩) যে

الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ﴿৩৪﴾ ادخلوها بسلم ذلك يوم

রাহ্‌মা-না বিল্‌গাইবি ওয়া জ্বা—আ বিক্বাল্‌বিম্ মুনীবি। ৩৪। উদ্‌খুলূহা- বিসালা-মিন; যা-লিকা ইয়াওমুল্
রহমান (আল্লাহ)-কে না দেখে ভয় করত এবং অনুগত হৃদয়ে উপস্থিত হত (৩৪) (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা কল্যাণের সাথে প্রবেশ কর, এটা চিরস্থায়ী

الخلود ﴿৩৫﴾ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ﴿৩৬﴾ وكم اهلكنا قبلهم من قرن

খুলূদ্। ৩৫। লাহুম্ মা- ইয়াশা—উনা ফীহা- ওয়ালাদাইনা- মাযীদ্। ৩৬। ওয়া কাম্ আহ্‌লাক্‌না- ক্বাব্‌লাহুম্ মিন্ ক্বারনিন্
থাকার দিন। (৩৫) সেখানে তারা যা চাবে তা-ই পাবে। আর আমার নিকট আরও প্রচুর নেয়ামত রয়েছে। (৩৬) আমি তাদের পূর্বে বহু দলকে ধ্বংস করেছি

هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ﴿৩৭﴾ ان في ذلك

হুম আশাদ্দু মিন্‌হুম্ বাত্বশান্ ফানাক্বক্বাবূ ফিল্ বিলা-দি ; হাল্ মিম্ মাহীস্ব। ৩৭। ইন্না ফী যা-লিকা
যারা শক্তিতে তাদের চেয়ে ছিল তীব্রতর, তারা বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করতো। তাদের জন্য কি কোন পলায়নের জায়গা ছিল? (৩৭) নিশ্চয়ই

لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ﴿৩৮﴾ ولقد خلقنا

লাযিক্‌রা- লিমান্ কা-না লাহূ ক্বাল্‌বুন্ আও আল্‌ক্বাস্ সাম্'আ ওয়া হুওয়া শাহীদ্। ৩৮। ওয়া লাক্বাদ্ খালাক্বনাস্
এর মধ্যে রয়েছে উপদেশ তার জন্য, যার অন্তর (জ্ঞান) রয়েছে, অথবা আন্তরিকভাবে কান লাগিয়ে (আল্লাহর বাণী) শোনে। (৩৮) নিশ্চয়ই আমি

السموت والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب ﴿৩৯﴾

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বা ওয়ামা- বাইনাহুমা- ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিওঁ, ওয়ামা-মাস্‌সানা-, মিল্লুগূব্।
আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থ সবকিছু (মাত্র) ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি এ কারণে আমাকে ক্লান্তি একটুও স্পর্শ করেনি।

﴿৩৯﴾ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل

৩৯। ফাস্‌বির্ 'আলা- মা- ইয়াক্বূলূনা ওয়া সাব্বিহ্ বিহাম্‌দি রাব্বিকা ক্বাব্‌লা তুলূ'ইশ্ শাম্‌সি ওয়া ক্বাব্‌লাল্
(৩৯) সুতরাং কাফেরেরা যা কিছু বলে, তাতে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং তাসবীহ পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের প্রশংসায়, সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং সূর্য অস্তের

الغروب ﴿৪০﴾ ومن اليل فسبحه وادبار السجود ﴿৪১﴾ واستمع يوم يناد

গুরূব্। ৪০। ওয়া মিনাল্ লাইলি ফাসাব্বিহ্‌হু ওয়া আদ্‌বা-রাস্ সুজূদ্। ৪১। ওয়াস্‌তা'মি ইয়াওমা ইউনা-দিল্
পূর্বেও। (৪০) এবং তাসবীহ পাঠ করুন রাতের কিছু অংশেও এবং নামাজের পরেও। (৪১) শুনুন! যেদিন একজন ঘোষক অতি নিকটতম

المناد من مكان قريب ﴿৪২﴾ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم

মুনা-দি মিম্ মাকা-নিন্ ক্বারীব্। ৪২। ইয়াওমা ইয়াস্‌মা'উনাস্ব স্বাইহ্বাতা বিল্‌হাক্বক্বি ; যা-লিকা ইয়াওমুল্
স্থান হতে আহ্বান করবে, (৪২) যেদিন মানুষ সে ভয়ংকর আওয়াজ সত্যই শোনতে পাবে, সে দিন হবে (কবর থেকে) বের হওয়ার

الخروج ﴿৪৩﴾ انا نحن نحي ونميت والينا المصير ﴿৪৪﴾ يوم تشقق

খুরূজ্ব। ৪৩। ইন্না- নাহ্‌নু নুহ্‌য়ী ওয়া নুমীতু ওয়া ইলাইনাল্ মাস্বীর। ৪৪। ইয়াওমা তাশাক্বক্বাকুল্
দিন। (৪৩) আমিই জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি আমার কাছেই সবার প্রত্যাবর্তন। (৪৪) সেদিন যমীন ফেটে যাবে

الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ۣ ﴿٣٤﴾ ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ

রাহ্‌মা-না বিল্‌গাইবি ওয়া জ্বা—আ বিক্বাল্‌বিম্‌ মুনীবি। ৩৪। উদ্‌খুলূহা- বিসালা-মিন; যা-লিকা ইয়াওমুল্‌
রহমান (আল্লাহ)-কে না দেখে ভয় করত এবং অনুগত হৃদয়ে উপস্থিত হত (৩৪) (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা কল্যাণের সাথে প্রবেশ কর, এটা চিরস্থায়ী

الْخُلُوْدِ ﴿٣٥﴾ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿٣٦﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ

খুলূদ্‌। ৩৫। লাহুম্‌ মা- ইয়াশা—ঊনা ফীহা- ওয়ালাদাইনা- মাযীদ্‌। ৩৬। ওয়া কাম্‌ আহ্‌লাক্‌না- ক্বাব্‌লাহুম্‌ মিন্‌ ক্বারনিন্‌
থাকার দিন। (৩৫) সেখানে তারা যা চাবে তা-ই পাবে। আর আমার নিকট আরও প্রচুর নেয়ামত রয়েছে। (৩৬) আমি তাদের পূর্বে বহু দলকে ধ্বংস করেছি

هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ ؕ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٧﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

হুম আশাদ্দু মিন্‌হুম্‌ বাত্বশান্‌ ফানাক্বক্বাবূ ফিল্‌ বিলা-দি ; হাল্‌ মিম্‌ মাহ্বীস্ব। ৩৭। ইন্না ফী যা-লিকা
যারা শক্তিতে তাদের চেয়ে ছিল তীব্রতর, তারা বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করতো। তাদের জন্য কি কোন পলায়নের জায়গা ছিল? (৩৭) নিশ্চয়ই

لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ﴿٣٨﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا

লাযিক্‌রা- লিমান্‌ কা-না লাহূ ক্বাল্‌বুন্‌ আও আল্‌ক্বাস্‌ সাম্‌'আ ওয়া হুওয়া শাহীদ্‌। ৩৮। ওয়া লাক্বাদ্‌ খালাক্বনাস্‌
এর মধ্যে রয়েছে উপদেশ তার জন্য, যার অন্তর (জ্ঞান) রয়েছে, অথবা আন্তরিকভাবে কান লাগিয়ে (আল্লাহর বাণী) শোনে। (৩৮) নিশ্চয়ই আমি

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ۝

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্‌ আর্‌দ্বা ওয়ামা- বাইনাহুমা- ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিওঁ, ওয়ামা-মাস্‌সানা- মিল্‌লুগূব।
আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থ সবকিছু (মাত্র) ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি এ কারণে আমাকে ক্লান্তি একটুও স্পর্শ করেনি।

﴿٣٩﴾ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

৩৯। ফাস্ববির্‌ 'আলা- মা- ইয়াক্বূলূনা ওয়া সাব্‌বিহ্‌ বিহাম্‌দি রাব্বিকা ক্বাব্‌লা তুলূ'ইশ্‌ শাম্‌সি ওয়া ক্বাব্‌লাল্‌
(৩৯) সুতরাং কাফেরেরা যা কিছু বলে, তাতে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং তাসবীহ পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের প্রশংসায়, সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং সূর্য অস্তের

الْغُرُوْبِ ﴿٤٠﴾ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ﴿٤١﴾ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ

গুরূব্‌। ৪০। ওয়া মিনাল্‌ লাইলি ফাসাব্‌বিহ্‌হু ওয়া আদ্‌বা-রাস্‌ সুজূদ্‌। ৪১। ওয়াস্‌তা'মি ইয়াওমা ইউনা-দিল্‌
পূর্বেও। (৪০) এবং তাসবীহ পাঠ করুন রাতের কিছু অংশেও এবং নামাজের পরেও। (৪১) শুনুন! যেদিন একজন ঘোষক অতি নিকটতম

الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٤٢﴾ يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ

মুনা-দি মিম্‌ মাকা-নিন্‌ ক্বারীব্‌। ৪২। ইয়াওমা ইয়াস্‌মা'উনাস্ব স্বাইহ্বাতা বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি ; যা-লিকা ইয়াওমুল্‌
স্থান হতে আহ্বান করবে, (৪২) যেদিন মানুষ সে ভয়ংকর আওয়াজ সত্যই শোনতে পাবে, সে দিন হবে (কবর থেকে) বের হওয়ার

الْخُرُوْجِ ﴿٤٣﴾ اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٤﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ

খুরূজ্ব। ৪৩। ইন্না- নাহ্‌নু নুহ্বয়ী ওয়া নুমীতু ওয়া ইলাইনাল্‌ মাস্বীর। ৪৪। ইয়াওমা তাশাক্ব্‌ক্বাকুল্‌
দিন। (৪৩) আমিই জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি আমার কাছেই সবার প্রত্যাবর্তন। (৪৪) সেদিন যমীন ফেটে যাবে

الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ؕ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٥﴾ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ

আর্‌দ্বু 'আন্‌হুম্‌ সিরা-'আন ; যা-লিকা হাশ্‌রুন্‌ 'আলাইনা- ইয়াসীর ৪৫। নাহ্‌নু 'আলামু বিমা- ইয়াক্বূলূনা
এবং মানুষ অতিদ্রুত (কবর হতে) বের হয়ে আসবে; এই সমবেতকরণ আমার জন্য খুবই সহজ। (৪৫) তারা যা কিছু বলে, তা আমি খুব জানি।

ع ৩ ১৬ ১৭ রুকূ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۫ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ۝

ওয়ামা~আন্‌তা 'আলাইহিম্‌ বিজ্বাব্‌বা-রিন্‌, ফাযাক্‌কির্‌ বিল্‌কুর্‌আ-নি মাই ইয়াখা-ফু ওয়া'ঈদ্‌।
আপনি তাদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগকারী নন। সুতরাং যে আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতিকে ভয় করে তাকে কুরআনের দ্বারা উপদেশ দিন।

সূরা জা-রিয়া-ত মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৬০ রুকূ ঃ ৩

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ① فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ② فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ③ فَالْمُقَسِّمٰتِ

১। ওয়ায্‌যা-রিয়া-তি যার্‌ওয়ান্ ২। ফাল্ হা-মিলা-তি ওয়িক্‌রান্ ৩। ফাল্‌জা-রিয়া-তি ইউস্‌রা-। ৪। ফাল্ মুক্বাস্‌সিমা-তি

(১) শপথ ঝঞ্ঝা বায়ুর, (২) শপথ বোঝা বহনকারী মেঘমালার (৩) শপথ, ধীর গতিতে প্রবাহিত নৌযানের, (৪) শপথ, কাজ বন্টনকারী

اَمْرًا ④ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ⑤ وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ⑥ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ

আম্‌রান্। ৫। ইন্নামা- তূ'আদূনা লাস্বা-দিক্ব। ৬। ওয়া ইন্নাদ্‌দীনা লাওয়া-ক্বি'উন। ৭। ওয়াস্ সামা—ই যা-তিল্

ফেরেশতার, (৫) তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তা অবশ্যই সত্য। (৬) নিশ্চয়ই বিচার দিবস সংঘটিত হবে। (৭) শপথ অনেক কক্ষ পথ বিশিষ্ট

الْحُبُكِ ⑦ اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ⑧ يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ⑨ قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۝

হুবুক। ৮। ইন্নাকুম্ লাফী ক্বাওলিম্ মুখ্‌তালিফিঁই ৯। ইউ'ফাকু 'আন্‌হু মান্ উফিক। ১০। কুতিলাল্ খার্‌রা-স্বূন

আকাশের, (৮) নিশ্চয়ই তোমরা পরস্পরে বিভিন্ন কথায় লিপ্ত। (৯) কুরআন থেকে সে ফিরে থাকে যে পথভ্রষ্ট। (১০) নিধন হোক মিথ্যাবাদীরা,

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ⑪ يَسْئَلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ⑫ يَوْمَ هُمْ

১১। আল্লাযীনা হুম ফী গাম্‌রাতিন্ সা-হূন। ১২। ইয়াস্‌আলূনা আইয়্যা-না ইয়াওমুদ্ দীন। ১৩। ইয়াওমা হুম্

(১১) যারা মূর্খ, অসতর্ক। (১২) তারা জিজ্ঞাসা করে, বিচার দিবস (কিয়ামত) কবে কায়েম হবে? (১৩) বলুন, তা হবে সেদিন, যেদিন তাদেরকে

عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ⑬ ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ؕ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ⑭ اِنَّ

'আলান্না-রি ইউফ্‌তানূন। ১৪। যূক্বূ ফিত্‌নাতাকুম ; হা-যাল্ লাযী কুন্‌তুম্ বিহী তাস্'তাজ্বিলূন। ১৫। ইন্নাল্

অগ্নির ওপরে জ্বালান হবে। (১৪) এবং বলা হবে, তোমরা তোমাদের শাস্তি উপভোগ কর, তোমরা এটাই অতিদ্রুত কামনা করছিলে। (১৫) সেদিন

الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ⑮ اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ

মুত্তাক্বীনা ফী জান্না-তিওঁ ওয়া 'উইয়ূন্। ১৬। আ-খিযীনা মা~আ-তা-হুম্ রাব্বুহুম্ ; ইন্নাহুম্ কা-নূ ক্বাব্‌লা

পরহেজগারগণ থাকবে ঝরণা বিশিষ্ট জান্নাতে। (১৬) তারা গ্রহণ করবে তাদের প্রতিপালকের দানকৃত নেয়ামত। নিশ্চয়ই এর পূর্বে

ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ﴿١٦﴾ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ

যা-লিকা মুহ্‌সিনীন। ১৭। কা-নূ ক্বালীলাম্ মিনাল্ লাইলি মা- ইয়াহ্‌জ্বা'উন। ১৮। ওয়া বিল্‌আস্‌হা-রি হুম

তারা ছিল পুন্যবান। (১৭) তারা রাতে কম সময়ই নিদ্রায় যেত। (১৮) এবং তারা রাতের শেষ মুহূর্তে (আল্লাহর দরবারে)

يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿١٨﴾ وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾ وَفِي الْاَرْضِ

ইয়াস্‌তাগ্‌ফিরূন। ১৯। ওয়া ফী~আম্‌ওয়া-লিহিম হাক্কুল্ লিস্‌সা—ইলি ওয়াল্ মাহ্‌রূম। ২০। ওয়া ফিল্ আর্‌দ্বি

ক্ষমা প্রার্থনা করত। (১৯) এবং তাদের ধন সম্পদে ছিল গরীব ও অসহায়দের অংশ (প্রাপ্য)। (২০) দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য

اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۭ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾ وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ

আ-য়া-তুল্ লিল্‌মূক্বিনীন। ২১। ওয়া ফী~আন্‌ফুসিকুম ; আফালা- তুব্‌স্বিরূন। ২২। ওয়া ফিস্ সামা—ই রিয্‌কুকুম্

বহু নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে। (২১) এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি দেখনা? (২২) আর আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং

وَمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ﴿٢٣﴾ ١٨ রুকু

ওয়ামা- তূ'আদূন। ২৩। ফাওয়ারাব্বিস্ সামা—ই ওয়াল্ আর্‌দ্বি ইন্নাহূ লাহাক্কুম্ মিছ্‌লা মা~আন্নাকুম্ তান্‌ত্বিকূন।

তোমাদের প্রতিশ্রুত বস্তু। (২৩) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! (উল্লিখিত) এগুলো এরূপ সত্য, যেরূপ তোমরা কথা বার্তা বল।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٤﴾ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا

২৪। হাল্ আতা-কা হাদীছু দ্বাইফি ইব্‌রা-হীমাল্ মুক্‌রামীন। ২৫। ইয্ দাখালূ 'আলাইহি ফাক্বা-লূ

(২৪) তোমাদের কাছে কি ইব্রাহীমের সম্মানিত অতিথিদের খবর পৌঁছেনি? (২৫) যখন তারা (অতিথিগণ) তার কাছে এসে তাকে সালাম দেন,

سَلٰمًا ۭ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ﴿٢٦﴾

সালা-মান ; ক্বা-লা সালা-মুন্, ক্বাওমুম্ মুন্‌কারূন। ২৬। ফারা-গা ইলা~আহ্‌লিহী ফাজ্বা—আ বি'ইজ্‌লিন্ সামীন।

তখন (ইব্রাহীম) জবাবে সালাম দেন; এরাতো অপরিচিত লোক। (২৬) অতঃপর তিনি তার স্ত্রীর কাছে চলে গেলেন এবং একটি মোটাতাজা ভূনা গো-বৎস নিয়ে এলেন।

فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۭ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۭ

২৭। ফাক্বার্‌রাবাহূ~ইলাইহিম্ ক্বা-লা আলা- তা'কুলূন। ২৮। ফাআওজ্বাসা মিন্‌হুম খীফাতান্ ; ক্বা-লূ লা- তাখাফ ;

(২৭) এবং সেটি তাদের সামনে রেখে দিলেন। ইব্রাহীম বললেন, আপনারা খাচ্ছেন না কেন? (২৮) এতে ইব্রাহীমের অন্তরে তাদের ব্যাপারে ভয়ের সঞ্চার হল। তারা বললেন,

وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾ فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ

ওয়াবাশ্‌শারূহু বিগুলা-মিন্ 'আলীম। ২৯। ফাআক্ববালাতিম্ রাআতুহূ ফী স্বার্‌রাতিন্ ফাস্বাককাত ওয়াজ্‌হাহা- ওয়াক্বা-লাত্

আপনি ভীত হবেন না এবং তারা ইব্রাহীমকে এক জ্ঞানবান পুত্রের সু-খবর দিলেন। (২৯) এতে তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে অগ্রসর হল। এবং তার নিজ মুখমন্ডলের র হাত মেরে (থাপরিয়ে) বলল, ওপএ বৃদ্ধা ও

عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٠﴾

'আজুযুন্ 'আক্বীম। ৩০। ক্বা-লূ কাযা-লিকি, ক্বা-লা রাব্বুকি; ইন্নাহূ হুওয়াল্ হাকীমুল্ 'আলীম।

বন্ধ্যার সন্তান কিভাবে হবে? (৩০) তারা (অতিথিগণ) বললেন, তোমার প্রতিপালক এভাবেই বলেছেন, তিনি বিজ্ঞময়, সর্বজ্ঞ।

٣١ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ٣٢ قَالُوٓا إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝

৩১। ক্বা-লা ফামা- খাত্বুবুকুম্ আইয়্যুহাল্ মুরসালূন। ৩২। ক্বা-লূ~ইন্না~উর্‌সিল্‌না~ইলা- ক্বাওমিম্ মুজ্‌রিমীন।
(৩১) ইব্রাহীম বললেন, হে প্রেরিত (ফেরেশতাগণ)! তোমাদের আসল কাজ কি? (৩২) তারা জবাবে বলল, আমরা এক পাপী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

٣٣ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ٣٤ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۝

৩৩। লিনুর্‌সিলা 'আলাইহিম হিজ্বা-রাতাম্ মিন্ ত্বীন। ৩৪। মুসাওয়ামাতান্ 'ইন্দা রাব্বিকা লিল্‌মুস্‌রিফীন।
(৩৩) তাদের ওপর মাটির (তৈরিকৃত) পাথর নিক্ষেপ করার জন্য। (৩৪) যা চিহ্নযুক্ত ছিল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সীমালংঘনকারীদের জন্য।

٣٥ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٣٦ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ

৩৫। ফাআখ্‌রাজ্‌না- মান্ কা-না ফীহা- মিনাল্ মু'মিনীন। ৩৬। ফামা- ওয়াজ্বাদ্‌না- ফীহা- গাইরা বাইতিম্ মিনাল্
(৩৫) সেখানে যে মুমিনগণ ছিল, আমি তাদেরকে বের করেছিলাম। (৩৬) এবং আমি সেখানে শুধু মুসলমানের একটি পরিবারই

الْمُسْلِمِينَ ٣٧ وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ٣٨ وَفِي

মুস্‌লিমীন। ৩৭। ওয়া তারাক্‌না- ফীহা~আ-য়াতাল্ লিল্লাযীনা ইয়াখা-ফূনাল্ 'আযা-বাল্ আলীম। ৩৮। ওয়া ফী
পেয়েছি। (৩৭) আমি সেখানে এক নিদর্শন রেখেছি তাদের জন্য, যারা কষ্টকর শাস্তিকে ভয় করে। (৩৮) এবং মূসার ঘটনার মধ্যেও রয়েছে নিদর্শন,

مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ٣٩ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَٰحِرٌ

মূসা~ইয্ আরসাল্‌না-হু ইলা- ফির্'আওনা বিসুল্‌ত্বা-নিম্ মুবীন। ৩৯। ফাতাওয়াল্লা- বিরুক্‌নিহী ওয়া ক্বা-লা সা-হিরুন্
যখন আমি তাকে ফিরআউনের নিকট সুস্পষ্ট যুক্তিসহ প্রেরণ করেছিলাম, (৩৯) তখন সে তার শক্তির কারণে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, এ (মূসা) একজন যাদুকর,

أَوْ مَجْنُونٌ ٤٠ فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ٤١ وَفِي

আও মাজ্‌নূন। ৪০। ফাআখায্‌না-হু ওয়া জুনূদাহূ ফানাবায্‌না-হুম্ ফিল্ ইয়াম্মি ওয়া হুওয়া মুলীম। ৪১। ওয়া ফী
বা একজন বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি। (৪০) পরিশেষে আমি তাকে এবং তার বাহিনীকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম এবং সে ছিল অপরাধী। (৪১) অনুরূপভাবে

عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ٤٢ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ

'আ-দিন ইয্ আর্‌সাল্‌না- 'আলাইহিমুর রীহাল্ 'আক্বীম। ৪২। মা-তাযারু মিন্ শাইয়িন আতাত্ 'আলাইহি ইল্লা- জ্বা'আলাত্‌হু
আ'দের ঘটনার মধ্যেও আমি নিদর্শন রেখেছি, আমি তাদের ওপর প্রেরণ করলাম অমঙ্গলজনক বায়ু। (৪২) সে বায়ু যার ওপর থেকেই বয়ে গিয়েছিল, তাকেই ধ্বংস

كَالرَّمِيمِ ٤٣ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ٤٤ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ

কাররামীম। ৪৩। ওয়া ফী ছামূদা ইয্ ক্বীলা লাহুম্ তামাত্তা'উ হাত্তা- হীন। ৪৪। ফা'আতাও 'আন্ আম্‌রি
করে দিয়েছিল (৪৩) এবং সামুদের (ঘটনার) মধ্যেও রয়েছে নিদর্শন, যখন তাদেরকে বলা হল যে, তোমরা অল্প কয়েকদিনের জন্য ভোগ করে লও। (৪৪) কিন্তু তারা তাদের

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩১) ঃ خطبكم - অর্থাৎ সু-সংবাদ দেয়া ছাড়া তোমাদের আগমনের কি উদ্দেশ্য রয়েছে?

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩২) ঃ قوم مجرمين - এখানে লূত সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৪) ঃ مسومة - (শনাক্ত করা) অর্থাৎ সে পাথরগুলো শনাক্ত করা ছিল। যাতে বুঝা যেত যে, এগুলো শাস্তি দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট পাথর। সে পাথরের আঘাতে যে মারা যাবে, সে পাথরে সে ব্যক্তির নাম লেখা ছিল। (কুঃ কারীম) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৬) ঃ غير بيت - এক মুসলিম পরিবার দ্বারা এখানে হযরত লূতের (আ) গৃহকে বুঝান হয়েছে। যে গৃহে তাঁর দু কন্যা এবং তাঁর কিছু অনুসারী বসবাস করতেছিল। (কুঃ কারীম)